অষ্টম অধ্যায়

শ্রীকৃষ্ণের মুখের মধ্যে বিশ্বরূপ প্রদর্শন

এই অষ্টম অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণের নামকরণ সংস্কার বর্ণিত হয়েছে। এই অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণের হামাগুড়ি দেওয়া, গোবৎসদের লেজ ধরে খেলা, মাটি খাওয়া এবং তাঁর মাকে বিশ্বরূপ প্রদর্শনলীলা বর্ণিত হয়েছে।

একদিন বসুদেব যদুবংশের পুরোহিত গর্গমুনিকে নন্দ মহারাজের গৃহে প্রেরণ করেন। মহারাজ নন্দ মুনিবরকে অভ্যর্থনা করে কৃষ্ণ এবং বলরামের নামকরণ করতে অনুরোধ করেন। গর্গমুনি নন্দ মহারাজকে মনে করিয়ে দেন যে, কংস দেবকীর পুত্রের অনুসন্ধান করছে এবং তিনি যদি মহা আড়ম্বরে সেই অনুষ্ঠান সম্পাদন করেন, তা হলে কংস তা জানতে পেরে কৃষ্ণকে দেবকীর পুত্র বলে সন্দেহ করতে পারে। নন্দ মহারাজ তাই অন্যের অজ্ঞাতসারে গর্গমুনিকে সেই কার্য নির্বাহ করতে বলেন, এবং গর্গমুনি তা করেন। রোহিণীনন্দন বলরাম যেহেতু সকলের আনন্দবিধান করেন, তাই তাঁর নাম রাম, এবং যেহেতু তাঁর অসাধারণ বল, তাই তিনি বলদেব। তিনি যদুদের তাঁর শিক্ষা অনুসরণ করতে আকর্ষণ করেন বলে তাঁর নাম সঙ্কর্ষণ। যশোদানন্দন পূর্বে শুক্ল, রক্ত এবং পীতবর্ণ ধারণ করে আবির্ভূত হয়েছিলেন, এবং এখন তিনি কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করেছেন বলে তাঁর নাম কৃষ্ণ। কোন সময় তিনি বসুদেবের পুত্র ছিলেন বলে তাঁর নাম বাসুদেব। তাঁর বিভিন্ন গুণ এবং কার্যকলাপ অনুসারে তাঁর অন্য বহু নাম রয়েছে। এইভাবে নন্দ মহারাজকে উপদেশ দিয়ে এবং নামকরণ সংস্কার সম্পন্ন করে গর্গমুনি নন্দ মহারাজের নিকট পুত্রকে সাবধানে পালন করার কথা বলে বিদায় গ্রহণ করেন।

তারপর শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বর্ণনা করেন কিভাবে শিশু দুটি হামাগুড়ি দিয়েছিলেন। তাঁদের ছোট ছোট পায়ে হাঁটতে শুরু করেছিলেন, গাভী এবং গোবৎসদের সঙ্গে খেলা করেছিলেন, ননী চুরি করেছিলেন এবং ননীর পাত্র ভেঙ্গে ছিলেন। এইভাবে তিনি কৃষ্ণ এবং বলরামের বহু বালচাপল্য বর্ণনা করেন। তাদের মধ্যে সব চাইতে অদ্ভুত ঘটনা ঘটেছিল, যখন কৃষ্ণের খেলার সাথীরা মা যশোদার কাছে অভিযোগ করেছিল যে, কৃষ্ণ মাটি খেয়েছে। মা যশোদা সেই কথা সত্য

কি না তা প্রমাণ করে কৃষ্ণকে শাসন করার জন্য তাঁর মুখ খুলতে বলেন। এইভাবে মা যশোদা কখনও কখনও কৃষ্ণকে শাসন করতেন, এবং তার পরমুহূর্তেই তিনি তাঁর প্রতি বাৎসল্য প্রেমে বিহ্বল হতেন। এই সমস্ত ঘটনা পরীক্ষিৎ মহারাজের কাছে বর্ণনা করার পর, শ্রীল শুকদেব গোস্বামী পরীক্ষিৎ মহারাজের অনুরোধে মা যশোদা এবং নন্দ মহারাজের সৌভাগ্য বর্ণনা করেন। নন্দ এবং যশোদা পূর্বে ছিলেন দ্রোণ এবং ধরা, এবং ব্রহ্মার নির্দেশে তাঁরা এই পৃথিবীতে এসেছিলেন এবং ভগবানকে তাঁদের পুত্ররূপে লাভ করেছিলেন।

শ্লোক ১

শ্রীশুক উবাচ

গর্গঃ পুরোহিতো রাজন্ যদূনাং সুমহাতপাঃ ।
ব্রজং জগাম নন্দস্য বসুদেবপ্রচোদিতঃ ॥ ১ ॥

শ্রী-শুকঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; **গর্গঃ**—গর্গমুনি; **পুরোহিতঃ**—পুরোহিত; **রাজন্**—হে মহারাজ পরীক্ষিৎ; **যদূনাম্**—যদুবংশের; **সু-মহা-তপাঃ**—তপস্বীপ্রবর; **ব্রজম্**—ব্রজভূমিতে; **জগাম**—গিয়েছিলেন; **নন্দস্য**—নন্দ মহারাজের; **বসুদেব-প্রচোদিতঃ**—বসুদেবের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে।

অনুবাদ

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—হে মহারাজ পরীক্ষিৎ, তারপর যদুবংশীয় পুরোহিত তপস্বীপ্রবর গর্গমুনি বসুদেব কর্তৃক প্রেরিত হয়ে নন্দ মহারাজের গৃহে গিয়েছিলেন।

শ্লোক ২

তং দৃষ্ট্বা পরমপ্রীতঃ প্রত্যুত্থায় কৃতাঞ্জলিঃ ।
আনর্চাধোক্ষজধিয়া প্রণিপাতপুরঃসরম্ ॥ ২ ॥

তম্—তাঁকে (গর্গমুনিকে); **দৃষ্ট্বা**—দর্শন করে; **পরম-প্রীতঃ**—নন্দ মহারাজ অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছিলেন; **প্রত্যুত্থায়**—তাঁকে অভ্যর্থনা করার জন্য উঠে দাঁড়িয়ে; **কৃত-অঞ্জলিঃ**—হাত জোড় করে; **আনর্চ**—পূজা করেছিলেন; **অধোক্ষজ-ধিয়া**—গর্গমুনি

যদিও ইন্দ্রিয়ের গোচরীভূত ছিলেন, তবুও নন্দ মহারাজ তাঁর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেছিলেন; **প্রণিপাত-পুরঃসরম্**—নন্দ মহারাজ তাঁর সম্মুখে ভূপতিত হয়ে তাঁকে প্রণতি নিবেদন করেছিলেন।

অনুবাদ

নন্দ মহারাজ গর্গমুনিকে তাঁর গৃহে উপস্থিত দেখে অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছিলেন এবং উঠে দাঁড়িয়ে কৃতাঞ্জলি সহকারে তাঁকে স্বাগত জানিয়েছিলেন। গর্গমুনি যদিও তাঁর গোচরীভূত ছিলেন, তবুও নন্দ মহারাজ গর্গমুনিকে অধোক্ষজ অর্থাৎ জড় ইন্দ্রিয়ের অনুভূতির অতীত বলে মনে করেছিলেন।

শ্লোক ৩

সুপবিষ্টং কৃতাতিথ্যং গিরা সূনৃতয়া মুনিম্ ।
নন্দয়িত্বাব্রবীদ্ ব্রহ্মন্ পূর্ণস্য করবাম কিম্ ॥ ৩ ॥

সু-উপবিষ্টম্—গর্গমুনি যখন সুখে উপবিষ্ট হয়েছিলেন; **কৃত-আতিথ্যম্**—এবং সম্মানিত অতিথিরূপে তাঁকে স্বাগত জানানো হয়েছিল; **গিরা**—বাক্যের দ্বারা; **সুনৃতয়া**—অত্যন্ত মধুর; **মুনিম্**—গর্গমুনি; **নন্দয়িত্বা**—এইভাবে তাঁর প্রসন্নতা বিধান করে; **অব্রবীৎ**—বলেছিলেন; **ব্রহ্মন্**—হে ব্রাহ্মণ; **পূর্ণস্য**—যিনি সর্বতোভাবে পূর্ণ; **করবাম কিম্**—আপনার জন্য আমি কি করতে পারি (দয়া করে আদেশ করুন)।

অনুবাদ

গর্গমুনিকে যথাযথভাবে আতিথ্য সৎকার করা হলে তিনি সুখে উপবেশন করেছিলেন, এবং নন্দ মহারাজ তখন অত্যন্ত বিনীত বচনে তাঁকে বলতে লাগলেন—হে মুনিবর, যেহেতু আপনি ভগবানের ভক্ত তাই আপনি সর্বতোভাবে পূর্ণ। তবুও আমার কর্তব্য আপনার সেবা করা। দয়া করে আমাকে বলুন আমি আপনার জন্য কি করতে পারি?

শ্লোক ৪

মহদ্বিচলনং নৃণাং গৃহিণাং দীনচেতসাম্ ।
নিঃশ্রেয়সায় ভগবন্ কল্পতে নান্যথা ক্বচিৎ ॥ ৪ ॥

মহৎ-বিচলনম্—মহাজনদের গতি; **নৃণাম্**—সাধারণ মানুষদের গৃহে; **গৃহিণাম্**—বিশেষ করে গৃহস্থদের; **দীন-চেতসাম্**—যারা পরিবার প্রতিপালনে লিপ্ত থাকার ফলে দীনচিত্ত; **নিঃশ্রেয়সায়**—মহাপুরুষের গৃহস্থদের কল্যাণ সাধন করা ব্যতীত তাদের গৃহে যাওয়ার আর অন্য কোন কারণ নেই; **ভগবান্**—হে পরম শক্তিশালী ভক্ত; **কল্পতে**—এইভাবে বুঝতে হবে; **ন অন্যথা**—অন্য আর কোন উদ্দেশ্যে নয়; **ক্বচিৎ**—কখনও।

অনুবাদ

হে প্রভু, আপনার মতো মহাজনেরা যে স্বীয় আশ্রম পরিত্যাগ করে অন্যত্র গমন করেন তা নিজের স্বার্থে নয়, পক্ষান্তরে আমার মতো দীন হৃদয় গৃহস্থদের পরম মঙ্গলের জন্য। তা ছাড়া তাঁদের এক স্থান থেকে আর এক স্থানে যাওয়ার আর কোন কারণ নেই।

তাৎপর্য

নন্দ মহারাজ যে বলেছেন, গর্গমুনি ভক্ত হওয়ার ফলে তাঁর কোন অভাব নেই, সেই কথা বাস্তবিকই সত্য। তেমনই কৃষ্ণেরও এখানে আসার কোন আবশ্যকতা নেই, কারণ তিনি পূর্ণ, আত্মারাম। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি এই জড় জগতে আসেন ভক্তদের রক্ষা করার জন্য এবং দুষ্টদের বিনাশ করার জন্য (*পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্*)। এটিই ভগবানের ব্রত, এবং ভক্তেরও এই একই ব্রত। যিনি পরোপকারের এই ব্রত গ্রহণ করেন, তাঁকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর অত্যন্ত প্রিয় বলে মনে করেন (*ন চ তস্মান্মনুষ্যেষু কশ্চিন্মে প্রিয়কৃত্তমঃ*)। তেমনই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এই পরোপকারের উপদেশ দিয়েছেন, বিশেষ করে ভারতবাসীদের।

ভারত-ভূমিতে হৈল মনুষ্য-জন্ম যার ।
জন্ম সার্থক করি' কর পর-উপকার ॥

"যারা ভারতবর্ষে মনুষ্যজন্ম লাভ করেছেন, তাঁদের কর্তব্য হচ্ছে অন্য সকলের উপকার করে তাঁদের জন্ম সার্থক করা।" (*চৈঃ চঃ আঃ* ৯/৪১) শুদ্ধ বৈষ্ণবের পরম কর্তব্য হচ্ছে অন্যের কল্যাণের জন্য কার্য করা।

নন্দ মহারাজ বুঝতে পেরেছিলেন যে, গর্গমুনি এই উদ্দেশ্যে সেখানে এসেছিলেন এবং তাঁর কর্তব্য হচ্ছে গর্গমুনির উপদেশ অনুসারে কার্য করা। তাই তিনি বলেছিলেন, "দয়া করে আমাকে বলুন আমার কি কর্তব্য।" সকলেরই, বিশেষ করে গৃহস্থদের এই প্রকার মনোবৃত্তি হওয়া উচিত। বর্ণাশ্রম ব্যবস্থায় আটটি বিভাগ

রয়েছে—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ এবং সন্ন্যাস। নন্দ মহারাজ নিজেকে *গৃহিণাম্* বা গৃহস্থ বলে পরিচয় দিয়েছেন। ব্রহ্মচারীদের প্রকৃতপক্ষে কোন বস্তুর আবশ্যকতা নেই, কিন্তু গৃহীরা ইন্দ্রিয়তর্পণে লিপ্ত। সেই সম্বন্ধে *ভগবদ্গীতায়* (২/৪৪) বলা হয়েছে—*ভোগৈশ্বর্যপ্রসক্তানাং তয়াপহৃতচেতসাম্*। সকলেই এই জড় জগতে এসেছে ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের জন্য, এবং যারা ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত এবং যারা সেই কারণে গৃহস্থ-আশ্রম অঙ্গীকার করেছে, তাদের অবস্থা অত্যন্ত বিপজ্জনক। যেহেতু এই জড় জগতে সকলেই ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের অন্বেষণ করছে, তাই গৃহস্থদের কর্তব্য মহৎ বা মহাত্মার কাছ থেকে শিক্ষালাভ করা। তাই নন্দ মহারাজ বিশেষভাবে *মহদ্বিচলনম্* শব্দটি ব্যবহার করেছেন। গর্গমুনির নন্দ মহারাজের কাছে যাওয়ার কোন স্বার্থ ছিল না, কিন্তু একজন গৃহস্থরূপে নন্দ মহারাজ সর্বদা মহাত্মার উপদেশ লাভ করে জীবনের প্রকৃত কল্যাণ সাধনের জন্য সর্বদা প্রস্তুত ছিলেন। তাই তিনি গর্গমুনির আদেশ পালন করতে প্রস্তুত ছিলেন।

শ্লোক ৫

জ্যোতিষাময়নং সাক্ষাদ্ যত্তজ্জ্ঞানমতীন্দ্রিয়ম্ ।
প্রণীতং ভবতা যেন পুমান্ বেদ পরাবরম্ ॥ ৫ ॥

জ্যোতিষাম্—জ্যোতিষ শাস্ত্রের জ্ঞান (মানব সংস্কৃতির অন্যান্য অঙ্গের সঙ্গে, বিশেষ করে সভ্যসমাজে, জ্যোতিষ শাস্ত্রের জ্ঞানও আবশ্যক); **অয়নম্**—মানব-সমাজের পরিপ্রেক্ষিতে নক্ষত্র এবং গ্রহের গতিবিধি; **সাক্ষাৎ**—প্রত্যক্ষভাবে; **যৎ তৎ জ্ঞানম্**—এই প্রকার জ্ঞান; **অতি-ইন্দ্রিয়ম্**—সাধারণ মানুষের দৃষ্টির অতীত; **প্রণীতম্ ভবতা**—আপনার দ্বারা রচিত জ্ঞানের সম্যক্ গ্রন্থ; **যেন**—যার দ্বারা; **পুমান্**—যে কোন ব্যক্তি; **বেদ**—হৃদয়ঙ্গম করতে পারে; **পর-অবরম্**—তার ভাগ্যের কার্য এবং কারণ।

অনুবাদ

হে মহাত্মা, আপনি জ্যোতিষ শাস্ত্রের জ্ঞান প্রণয়ন করেছেন, যার দ্বারা মানুষ তার অদৃশ্য অতীত এবং বর্তমানকে জানতে পারে। এই জ্ঞানের দ্বারা যে কোন ব্যক্তি বুঝতে পারে তার পূর্ব জীবনে সে কি করেছে এবং কিভাবে তা তার বর্তমান জীবনকে প্রভাবিত করছে। আপনি তা জানেন।

তাৎপর্য

'অদৃষ্ট' শব্দটির সংজ্ঞা এখানে দেওয়া হয়েছে। অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষেরা, যারা জীবনের অর্থ কি তা জানে না, তারা ঠিক পশুর মতো। পশুরা তাদের অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ জীবন সম্বন্ধে জানে না, এবং তারা তা বুঝতেও সমর্থ নয়। কিন্তু মানুষ যদি বিচক্ষণ হন, তা হলে তিনি তা বুঝতে পারেন। তাই *ভগবদ্গীতায়* (২/১৩) বলা হয়েছে, *ধীরস্তত্র ন মুহ্যতি*—ধীর ব্যক্তি কখনও মোহিত হন না। সরল সত্য এই যে, জীব যদিও নিত্য, তবুও এই জড় জগতে সে এক দেহ থেকে আর এক দেহে দেহান্তরিত হয়। মূর্খ মানুষেরা, বিশেষ করে এই যুগে, এই সরল সত্যটি হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না। শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন—

দেহিনোঽস্মিন্ যথা দেহে কৌমারং যৌবনং জরা ।
তথা দেহান্তরপ্রাপ্তির্ধীরস্তত্র ন মুহ্যতি ॥

"দেহী যেভাবে কৌমার, যৌবন এবং জরার মাধ্যমে দেহের রূপ পরিবর্তন করে চলে, মৃত্যুকালে তেমনই ঐ দেহী (আত্মা) এক দেহ থেকে অন্য কোনও দেহে দেহান্তরিত হয়। স্থিতপ্রজ্ঞ পণ্ডিতেরা কখনও এই পরিবর্তনে মুহ্যমান হন না।" (*ভগবদ্গীতা* ২/১৩) সর্বশ্রেষ্ঠ তত্ত্বজ্ঞ শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন যে, দেহের পরিবর্তন হবে। দেহের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে জীবের কার্যকলাপেরও পরিবর্তন হয়। আজ আমি একজন মানুষ অথবা একজন মহাপুরুষ। কিন্তু প্রকৃতির নিয়মের অতি অল্প পরিবর্তনের ফলে, আমাকে অন্য আর একটি শরীর গ্রহণ করতে হবে। আজ আমি একটি মানুষ, কিন্তু কাল আমাকে একটি কুকুর হয়ে জন্মগ্রহণ করতে হতে পারে, এবং তখন এই জীবনে আমি যা কিছু করেছি, তা সবই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে। এই সরল সত্যটি বর্তমান যুগের মানুষেরা বুঝতে পারে না, কিন্তু যিনি *ধীর*, তিনি তা হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন। যারা জড় সুখভোগের জন্য এই জড় জগতে রয়েছে, তাদের জেনে রাখা উচিত যে, যেহেতু এই বর্তমান অবস্থাটি চিরকাল থাকবে না, তাই তারা কিভাবে আচরণ করছে, সেই সম্বন্ধে সাবধান হওয়া কর্তব্য। সেই কথা ঋষভদেবও বলেছেন—*ন সাধু মন্যে যত আত্মনোঽয়মসন্নপি ক্লেশদ আস দেহঃ* (*শ্রীমদ্ভাগবত* ৫/৫/৪)। যদিও এই দেহটি অনিত্য, তবুও যতদিন আমাদের এই দেহে থাকতে হয়, ততদিন আমাদের অবশ্যই দুঃখ-কষ্ট ভোগ করতে হবে। আয়ু দীর্ঘ হোক অথবা ক্ষণস্থায়ী হোক, তাকে জড় জগতের ত্রিতাপ দুঃখ ভোগ করতেই হবে। তাই যে ব্যক্তি সভ্য বা *ধীর*, তাঁর জ্যোতিষ শাস্ত্র সম্বন্ধে আগ্রহশীল হওয়া অবশ্য কর্তব্য।

নন্দ মহারাজ গর্গমুনির উপস্থিতির সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে চেয়েছিলেন, কারণ গর্গমুনি ছিলেন জ্যোতিষ শাস্ত্রের একজন মহান পণ্ডিত। জ্যোতিষ শাস্ত্রের দ্বারা অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যতের অদৃশ্য ঘটনাবলী দর্শন করতে পারা যায়। পিতার কর্তব্য হচ্ছে তাঁর সন্তানদের উপর গ্রহ-নক্ষত্রের প্রভাব সম্বন্ধে অবগত হয়ে তাদের সুখের জন্য যা প্রয়োজন তা করা। এখন গর্গমুনির উপস্থিতির সুযোগে নন্দ মহারাজ প্রস্তাব করেছেন যে, গর্গমুনি যেন তাঁর দুই পুত্র কৃষ্ণ এবং বলরামের কোষ্ঠী তৈরি করেন।

শ্লোক ৬

ত্বং হি ব্রহ্মবিদাং শ্রেষ্ঠঃ সংস্কারান্ কর্তুমর্হসি ।
বালয়োরনয়োর্নৃণাং জন্মনা ব্রাহ্মণো গুরুঃ ॥ ৬ ॥

ত্বম্—আপনি; **হি**—বস্তুতপক্ষে; **ব্রহ্ম-বিদাম্**—সমস্ত ব্রহ্মজ্ঞানী ব্রাহ্মণদের (*ব্রহ্ম জানাতীতি ব্রাহ্মণঃ*); **শ্রেষ্ঠঃ**—আপনি সর্বোত্তম; **সংস্কারান্**—সংস্কারের জন্য অনুষ্ঠিত উৎসব (কারণ এই সমস্ত সংস্কারের দ্বারা মানুষের দ্বিতীয় জন্ম হয়—*সংস্কারাদ্ভবেদ্ দ্বিজঃ*); **কর্তুম্ অর্হসি**—আপনি কৃপা করে যখন এখানে এসেছেন, দয়া করে তা সম্পাদন করুন; **বালয়োঃ**—এই দুটি শিশুর (কৃষ্ণ এবং বলরামের); **অনয়োঃ**—তাদের উভয়ের; **নৃণাম্**—কেবল তাদেরই নয়, সমগ্র মানব-সমাজের; **জন্মনা**—তার জন্মগ্রহণ করা মাত্র; **ব্রাহ্মণঃ**—তৎক্ষণাৎ ব্রাহ্মণ হয়ে যায়; **গুরুঃ**—পথপ্রদর্শক।*

অনুবাদ

প্রভু, আপনি বিশেষভাবে জ্যোতিষশাস্ত্র সম্বন্ধে পূর্ণরূপে অবগত হওয়ার ফলে, ব্রাহ্মণদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। তাই আপনি স্বাভাবিকভাবেই সমস্ত মানুষের গুরু। তাই আপনি যেহেতু কৃপা করে আমার গৃহে এসেছেন, দয়া করে আপনি আমার পুত্র দুটির সংস্কার করুন।

তাৎপর্য

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ *ভগবদ্গীতায়* (৪/১৩) বলেছেন, *চাতুর্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্মবিভাগশঃ*—মানব-সমাজে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র—এই চারটি

* শাস্ত্রে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, *তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ* (*মুণ্ডক উপনিষদ* ১/২/১২)। সকলেরই কর্তব্য ব্রাহ্মণকে গুরুরূপে বরণ করে তাঁর শরণাগত হওয়া।

বর্ণবিভাগ থাকা অবশ্য কর্তব্য। সমগ্র সমাজের পথ প্রদর্শনের জন্য ব্রাহ্মণদের আবশ্যকতা রয়েছে। যদি বর্ণাশ্রম-ধর্মের ব্যবস্থা না থাকে এবং মানব-সমাজে যদি ব্রাহ্মণদের মতো পথপ্রদর্শক না থাকে, তা হলে মানব-সমাজ নরকে পরিণত হবে। কলিযুগে, বিশেষ করে বর্তমান সময়ে প্রকৃত ব্রাহ্মণ নেই, এবং তাই মানব-সমাজে এই প্রকার বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়েছে। পূর্বে যোগ্য ব্রাহ্মণেরা ছিলেন, কিন্তু বর্তমান সময়ে, নিজেদের ব্রাহ্মণ বলে দাবি করে এই রকম বহু লোক রয়েছে, তবুও তাদের সমাজকে পরিচালনা করার কোন ক্ষমতা নেই। কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন তাই মানব-সমাজে বর্ণাশ্রম ব্যবস্থার পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে অত্যন্ত আগ্রহী, যাতে সমাজের বিভ্রান্ত এবং অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষেরা যোগ্য ব্রাহ্মণদের পরিচালনায় জীবনপথে অগ্রসর হতে পারে।

ব্রাহ্মণ বলতে বৈষ্ণবদের বোঝায়। ব্রাহ্মণ হওয়ার পর উন্নতির পরবর্তী সোপান হচ্ছে বৈষ্ণব হওয়া। জনসাধারণের অবশ্য কর্তব্য জীবনের চরম লক্ষ্যে পরিচালিত হওয়া, এবং তাই তাদের ভগবান শ্রীবিষ্ণুকে জানা আবশ্যক। সমগ্র বৈদিক ব্যবস্থা এই আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত, কিন্তু মানুষ সেই উদ্দেশ্য হারিয়ে ফেলেছে (*ন তে বিদুঃ স্বার্থগতিং হি বিষ্ণুম্*), এবং তারা নিম্নস্তরের জীবনে অধঃপতিত হওয়ার বিপদ সত্ত্বেও কেবল ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধনের চেষ্টা করছে (*মৃত্যুসংসারবর্ত্মনি*)। জন্মসূত্রে মানুষ ব্রাহ্মণ হোক বা না হোক, তাতে কিছু যায় আসে না। জন্মসূত্রে কেউই ব্রাহ্মণ নয়, সকলেই শূদ্র। কিন্তু ব্রাহ্মণের পরিচালনার ফলে এবং সংস্কারের দ্বারা মানুষ দ্বিজত্ব বা দ্বিতীয় জন্ম লাভ করে, এবং তারপর তিনি ক্রমশ ব্রাহ্মণ হন। ব্রাহ্মণত্ব কোন বিশেষ বর্ণের মানুষদের একাধিপত্য স্থাপন করার প্রণালী নয়। প্রতিটি মানুষকেই ব্রাহ্মণ হওয়ার শিক্ষা লাভের সুযোগ দেওয়া উচিত। অন্ততপক্ষে প্রতিটি মানুষকেই জীবনের চরম লক্ষ্যে পৌঁছবার সুযোগ প্রদান করা অবশ্য কর্তব্য। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য অথবা শূদ্র—যে পরিবারেই মানুষের জন্ম হোক না কেন, মানব-জীবনের সর্বোচ্চ স্তরে উন্নীত হয়ে বৈষ্ণব হওয়ার জন্য সকলেরই যথার্থ ব্রাহ্মণের দ্বারা পরিচালিত হওয়া প্রয়োজন। তাই কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন মানব-সমাজকে প্রকৃত সৌভাগ্য অর্জনের সুযোগ প্রদান করছে। নন্দ মহারাজ গর্গমুনির উপস্থিতির সুযোগ নিয়ে তাঁর কাছে প্রার্থনা করেছিলেন, তিনি যেন তাঁর দুটি পুত্রের যথাযথ সংস্কার ক্রিয়া সম্পাদন করে জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য সাধনে অগ্রসর হওয়ার পথ প্রদর্শন করেন।

শ্লোক ৭

শ্রীগর্গ উবাচ

যদূনামহমাচার্যঃ খ্যাতশ্চ ভুবি সর্বদা ।
সুতং ময়া সংস্কৃতং তে মন্যতে দেবকীসুতম্ ॥ ৭ ॥

শ্রী-গর্গঃ উবাচ—গর্গমুনি বললেন; **যদূনাম্**—যদুবংশের; **অহম্**—আমি হই; **আচার্যঃ**—পুরোহিত; **খ্যাতঃ চ**—বিখ্যাত; **ভুবি**—সর্বত্র; **সর্বদা**—সর্বদা; **সুতম্**—পুত্র; **ময়া**—আমার দ্বারা; **সংস্কৃতম্**—সংস্কারকর্ম নির্বাহ করলে; **তে**—তোমার; **মন্যতে**—মনে করবে; **দেবকী-সুতম্**—দেবকীর পুত্র।

অনুবাদ

গর্গমুনি বললেন—হে নন্দ মহারাজ, আমি যদুবংশের পুরোহিত, সেই কথা সর্বত্র প্রসিদ্ধ। তাই আমি যদি তোমার পুত্রদের সংস্কারকর্ম অনুষ্ঠান করি, তা হলে কংস তাদের দেবকীর পুত্র বলে মনে করবে।

তাৎপর্য

গর্গমুনি পরোক্ষভাবে বলে দিয়েছিলেন যে, শ্রীকৃষ্ণ যশোদার পুত্র নন, দেবকীর পুত্র। কংস যেহেতু ইতিমধ্যেই কৃষ্ণের অন্বেষণ করছিল, তাই গর্গমুনি সংস্কারকার্য অনুষ্ঠান করলে কংস যদি সেই কথা জানতে পারত, তা হলে সে হয়ত মহাসঙ্কট সৃষ্টি করত। এখানে কেউ তর্ক উত্থাপন করতে পারে যে, গর্গমুনি যদুবংশের পুরোহিত হলেও নন্দ মহারাজও যদুবংশোদ্ভূত ছিলেন। কিন্তু নন্দ মহারাজ ক্ষত্রিয়ের মতো আচরণ করছিলেন না। তাই গর্গমুনি বলেছিলেন, "আমি যদি তোমার পুরোহিতের কার্য করি, তা হলে প্রতিপন্ন হয়ে যাবে যে, কৃষ্ণ হচ্ছেন দেবকীর পুত্র।"

শ্লোক ৮-৯

কংসঃ পাপমতিঃ সখ্যং তব চানকদুন্দুভেঃ ।
দেবক্যা অষ্টমো গর্ভো ন স্ত্রী ভবিতুমর্হতি ॥ ৮ ॥

ইতি সঞ্চিন্তয়ঞ্ছ্রুত্বা দেবক্যা দারিকাবচঃ ।
অপি হন্তা গতাশঙ্কস্তর্হি তন্নোঽনয়ো ভবেৎ ॥ ৯ ॥

কংসঃ—রাজা কংস; **পাপ-মতিঃ**—অত্যন্ত পাপী এবং দুরাত্মা; **সখ্যম্**—বন্ধুত্ব; **তব**—তোমার; **চ**—ও; **আনকদুন্দুভেঃ**—বসুদেবের; **দেবক্যাঃ**—দেবকীর; **অষ্টমঃ গর্ভঃ**—অষ্টম গর্ভের সন্তান; **ন**—না; **স্ত্রী**—কন্যা; **ভবিতুম্ অর্হতি**—সম্ভব; **ইতি**—এইভাবে; **সঞ্চিন্তয়ন্**—বিবেচনা করে; **শ্রুত্বা**—(এই সংবাদ) শ্রবণ করে; **দেবক্যাঃ**—দেবকীর; **দারিকা-বচঃ**—কন্যার বাণী; **অপি**—যদিও ছিল; **হন্তা গত-আশঙ্কঃ**—কংস এই শিশুটিকে হত্যা করার চেষ্টা করতে পারে; **তর্হি**—অতএব; **তৎ**—সেই ঘটনা; **নঃ**—আমাদের জন্য; **অনয়ঃ ভবেৎ**—অনিষ্টকর হতে পারে।

অনুবাদ

কংস এক মহাকূটনীতিজ্ঞ এবং পাপাত্মা। তাই, যে বালক তাকে হত্যা করবে সে ইতিমধ্যেই অন্যত্র জন্মগ্রহণ করেছে, এই কথা দেবকীর কন্যা যোগমায়ার কাছ থেকে শুনে, দেবকীর অষ্টম গর্ভের সন্তান কন্যা সেই কথা শুনে এবং বসুদেবের সঙ্গে তোমার বন্ধুত্বের কথা অবগত থাকার ফলে, কংস যদি জানতে পারে যে, যদুবংশের পুরোহিত আমার দ্বারা এই সংস্কার অনুষ্ঠিত হয়েছে, তা হলে কংস নিশ্চয়ই সন্দেহ করবে যে, কৃষ্ণ দেবকী এবং বসুদেবের পুত্র। তখন সে কৃষ্ণকে হত্যা করার চেষ্টা করতে পারে। তা হলে তা অত্যন্ত বিপজ্জনক হবে।

তাৎপর্য

কংস ভালভাবেই জানত যে, যোগমায়া হচ্ছেন কৃষ্ণের দাসী, এবং দেবকীর কন্যারূপে আবির্ভূতা হলেও হয়ত তিনি প্রকৃত তথ্য গোপন রাখছেন। প্রকৃতপক্ষে তাই হয়েছিল। গর্গমুনি অত্যন্ত বিচক্ষণতা সহকারে যুক্তি প্রদর্শন করেছিলেন যে, তিনি যদি কৃষ্ণের সংস্কারকার্য সম্পাদন করেন, তা হলে বহু সন্দেহের উদয় হতে পারে এবং শিশুটিকে হত্যা করার প্রবল চেষ্টা করতে পারে। কংস ইতিমধ্যেই শিশুটিকে বধ করার জন্য বহু অসুর প্রেরণ করেছিল, কিন্তু তারা সকলেই প্রাণ হারিয়েছিল। গর্গমুনি যদি কৃষ্ণের সংস্কারকার্য সম্পাদন করতেন, তা হলে কংসের সন্দেহ বদ্ধমূল হত, এবং সে আরও প্রবলভাবে তার কার্য সাধনের চেষ্টা করত। গর্গমুনি নন্দ মহারাজকে এইভাবে সাবধান করেছিলেন।

শ্লোক ১০

শ্রীনন্দ উবাচ

অলক্ষিতোঽস্মিন্ রহসি মামকৈরপি গোব্রজে ।
কুরু দ্বিজাতিসংস্কারং স্বস্তিবাচনপূর্বকম্ ॥ ১০ ॥

শ্রী-নন্দঃ উবাচ—নন্দ মহারাজ (গর্গমুনিকে) বললেন; **অলক্ষিতঃ**—কংসের অজ্ঞাতসারে; **অস্মিন্**—এই গোশালায়; **রহসি**—নির্জন স্থানে; **মামকৈঃ**—আমার আত্মীয়স্বজনেরা; **অপি**—এর থেকেও গোপনীয় স্থান; **গো-ব্রজে**—গোশালায়; **কুরু**—সম্পাদন করুন; **দ্বিজাতি-সংস্কারম্**—দ্বিজত্ব সংস্কার (*সংস্কারাদ্ভবেদ্ দ্বিজঃ*); **স্বস্তি-বাচন-পূর্বকম্**—বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণের দ্বারা সংস্কার।

অনুবাদ

নন্দ মহারাজ বললেন—হে মহর্ষি, আপনি যদি মনে করেন যে, আপনি সংস্কারকার্য সম্পাদন করলে কংস সন্দিহান হবে, তা হলে গোপনে বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণ করে আমার গৃহের সংলগ্ন এই গোশালায়, সকলের অগোচরে, এমন কি আমার আত্মীয়স্বজনেরও অগোচরে, এই কর্তব্য সংস্কার সম্পাদন করুন।

তাৎপর্য

সংস্কারক্রিয়া একেবারে না করার প্রস্তাবটি নন্দ মহারাজের মনঃপূত হয়নি। বহু বাধাবিপত্তি সত্ত্বেও তিনি গর্গমুনির উপস্থিতির সুযোগ গ্রহণ করতে চেয়েছিলেন এবং যা কিছু করণীয় তা সম্পাদন করতে চেয়েছিলেন। এই সংস্কার বিশেষ করে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যদের জন্য অপরিহার্য। পূর্বে এই সমস্ত কার্য বাধ্যতামূলক ছিল। *চাতুর্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্মবিভাগশঃ* (*ভগবদ্গীতা* ৪/১৩)। এই প্রকার সংস্কারবিহীন সমাজ পশু-সমাজের তুল্য বলে বিবেচনা করা হত। গর্গমুনির উপস্থিতির সুযোগে নন্দ মহারাজ বিনা আড়ম্বরে, গোপনে, নামকরণ সংস্কার সম্পন্ন করতে চেয়েছিলেন। অতএব, সংস্কারের সুযোগ মানব-সমাজের পক্ষে অপরিহার্য বলে বিবেচনা করা উচিত। কলিযুগে কিন্তু মানুষ এই প্রয়োজনীয়তা ভুলে গেছে। *মন্দাঃ সুমন্দমতয়ো মন্দভাগ্যা হ্যুপদ্রুতাঃ* (*শ্রীমদ্ভাগবত* ১/১/১০)। এই যুগে মানুষেরা অসৎ এবং দুর্ভাগা, এবং তারা তাদের জীবন সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য বৈদিক নির্দেশ গ্রহণ করতে চায় না। নন্দ মহারাজ কিন্তু সেই নির্দেশ অবহেলা করতে চাননি। আধ্যাত্মিক জ্ঞানে উন্নত সুখী সমাজ অটুট রাখার জন্য তিনি

গর্গমুনির উপস্থিতির পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করে যা কিছু করণীয় তা করতে চেয়েছিলেন। পাঁচ হাজার বছরের মধ্যে মানব-সমাজ কত অধঃপতিত হয়ে গেছে। *মন্দাঃ সুমন্দমতয়ো মন্দভাগ্যাঃ*। মানব-জীবন লাভ হয় বহু বহু জন্ম-জন্মান্তরের পর এবং এই জীবনের উদ্দেশ্য হচ্ছে বিশুদ্ধ হওয়া বা সংস্কৃত হওয়া। পূর্বে পিতা তাঁর পুত্রের উন্নতি সাধনের জন্য তাকে সর্বতোভাবে সাহায্য করতে আগ্রহী থাকতেন, কিন্তু বর্তমান সময়ে মানুষেরা বিপথগামী হওয়ার ফলে, সন্তান-সন্ততির পালন-পোষণ করার দায়িত্ব এড়াবার জন্য তাদের হত্যা পর্যন্ত করতে প্রস্তুত।

শ্লোক ১১

শ্রীশুক উবাচ

এবং সম্প্রার্থিতো বিপ্রঃ স্বচিকীর্ষিতমেব তৎ ।
চকার নামকরণং গূঢ়ো রহসি বালয়োঃ ॥ ১১ ॥

শ্রী-শুকঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; **এবম্**—এইভাবে; **সম্প্রার্থিতঃ**—সম্যক্‌ভাবে প্রার্থিত হয়ে; **বিপ্রঃ**—ব্রাহ্মণ গর্গমুনি; **স্ব-চিকীর্ষিতম্ এব**—যা তিনি পূর্বেই করতে চেয়েছিলেন এবং যে জন্য তিনি সেখানে গিয়েছিলেন; **তৎ**—সেই; **চকার**—সম্পাদন করেছিলেন; **নাম-করণম্**—নামকরণ সংস্কার; **গূঢ়ঃ**—গোপনে; **রহসি**—নির্জন স্থানে; **বালয়োঃ**—দুটি শিশুর (কৃষ্ণ এবং বলরামের)।

অনুবাদ

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—এইভাবে নির্জনে নামকরণ সংস্কার করাই গর্গমুনির ইচ্ছা ছিল। তখন নন্দ মহারাজ কর্তৃক বিশেষভাবে প্রার্থিত হয়ে, তিনি এক নির্জন স্থানে কৃষ্ণ এবং বলরামের নামকরণ সংস্কার সম্পাদন করেছিলেন।

শ্লোক ১২

শ্রীগর্গ উবাচ

অয়ং হি রোহিণীপুত্রো রময়ন্ সুহৃদো গুণৈঃ ।
আখ্যাস্যতে রাম ইতি বলাধিক্যাদ্ বলং বিদুঃ ।
যদূনামপৃথগ্‌ভাবাৎ সঙ্কর্ষণমুশন্ত্যপি ॥ ১২ ॥

শ্রী-গর্গঃ উবাচ—গর্গমুনি বললেন; **অয়ম্**—এই; **হি**—বস্তুতপক্ষে; **রোহিণী-পুত্রঃ**—রোহিণীর পুত্র; **রময়ন্**—আনন্দ দান করে; **সুহৃদঃ**—তাঁর আত্মীয়স্বজন এবং বন্ধুবান্ধবদের; **গুণৈঃ**—দিব্য গুণাবলীর দ্বারা; **আখ্যাস্যতে**—খ্যাত হবেন; **রামঃ**—পরম ভোক্তা রাম নামের দ্বারা; **ইতি**—এইভাবে; **বল-আধিক্যাৎ**—অসাধারণ বলের ফলে; **বলম্ বিদুঃ**—বলরাম নামে বিখ্যাত হবেন; **যদূনাম্**—যদুবংশের; **অপৃথক্-ভাবাৎ**—তোমার থেকে পৃথক না হওয়ার ফলে; **সঙ্কর্ষণম্**—দুই পরিবারকে যুক্ত করার ফলে সঙ্কর্ষণ নামে বিখ্যাত হবেন; **উশন্তি**—আকর্ষণ করে; **অপি**—ও।

অনুবাদ

গর্গমুনি বললেন—এই রোহিণীর পুত্র তাঁর দিব্য গুণাবলীর দ্বারা তাঁর সুহৃদবর্গকে রমন করবেন বা আনন্দ প্রদান করবেন বলে, তিনি রাম নামে বিখ্যাত হবেন। তিনি অসাধারণ বল প্রদর্শন করবেন বলে, তিনি বল নামেও বিখ্যাত হবেন। অধিকন্তু যেহেতু তিনি বসুদেবের বংশ এবং নন্দ মহারাজের বংশ যুক্ত করবেন, তাই তাঁর নাম হবে সঙ্কর্ষণ।

তাৎপর্য

বলদেব প্রকৃতপক্ষে ছিলেন দেবকীর পুত্র, কিন্তু তিনি দেবকীর গর্ভ থেকে রোহিণীর গর্ভে স্থানান্তরিত হয়েছিলেন। সেই ঘটনাটি প্রকাশ করা হয়নি। *হরিবংশের* বর্ণনা অনুসারে—

প্রত্যুবাচ তত রামঃ সরবাংস্তানভিতঃ স্থিতান্ ।
যাদবেষ্বপি সর্বেষু ভবন্তো মম বল্লভাঃ ॥

গর্গমুনি নন্দ মহারাজের কাছে প্রকাশ করেছিলেন যে, বলরাম ক্ষত্রিয়-যদুবংশ এবং বৈশ্য নন্দ মহারাজের বংশের সংযোগ স্থাপন করবেন। উভয় বংশেরই পূর্বপুরুষ ছিলেন এক, পার্থক্য কেবল নন্দ মহারাজ বৈশ্য-পত্নীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং বসুদেব ক্ষত্রিয়-পত্নীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। পরে নন্দ মহারাজ এক বৈশ্য-কন্যাকে এবং বসুদেব ক্ষত্রিয় কন্যাকে বিবাহ করেছিলেন। তাই যদিও নন্দ মহারাজের পরিবার এবং বসুদেবের পরিবার একই পিতা থেকে উদ্ভূত হয়েছিল, তবুও তাঁরা ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যরূপে বিভক্ত হয়েছিলেন। এখন বলদেব তাঁদের যুক্ত করেছিলেন, এবং তাই তিনি সঙ্কর্ষণ নামে বিখ্যাত হয়েছিলেন।

শ্লোক ১৩

আসন্ বর্ণাস্ত্রয়ো হ্যস্য গৃহ্ণতোঽনুযুগং তনূঃ ।
শুক্লো রক্তস্তথা পীত ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ ॥ ১৩ ॥

আসন্—ধারণ করেছিলেন; **বর্ণাঃ ত্রয়ঃ**—তিনটি বর্ণ; **হি**—বস্তুতপক্ষে; **অস্য**—তোমার পুত্র কৃষ্ণের; **গৃহ্ণতঃ**—গ্রহণ করে; **অনুযুগম্ তনূঃ**—বিভিন্ন যুগ অনুসারে দেহ; **শুক্লঃ**—কখনও শ্বেত; **রক্তঃ**—কখনও লাল; **তথা**—এবং; **পীতঃ**—কখনও পীত; **ইদানীম্ কৃষ্ণতাম্ গতঃ**—এখন তিনি কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করেছেন।

অনুবাদ

তোমার পুত্র কৃষ্ণ প্রতি যুগে তাঁর শ্রীমূর্তি প্রকাশ করেন। পূর্বে ইনি শুক্ল, রক্ত ও পীতবর্ণ ধারণ করে প্রকাশিত হয়েছিলেন, সম্প্রতি কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করে প্রকট হয়েছেন [অন্য দ্বাপর যুগে ইনি (শ্রীরামচন্দ্র রূপে) শুকপক্ষীর মতো বর্ণ ধারণ করে আবির্ভূত হন। এই সমস্ত অবতারেরা এখন শ্রীকৃষ্ণতে সমবেত হয়েছেন।]

তাৎপর্য

গর্গমুনি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের স্থিতি আংশিকভাবে গোপন রেখে এবং আংশিকভাবে ব্যক্ত করে বলেছেন, "তোমার পুত্র একজন মহাপুরুষ, এবং তিনি বিভিন্ন যুগে তাঁর দেহের রং পরিবর্তন করতে পারেন।" *গৃহ্ণতঃ* শব্দটি ইঙ্গিত করে যে, শ্রীকৃষ্ণ তাঁর ইচ্ছা অনুসারে আচরণ করতে পারেন। অর্থাৎ, তিনি হচ্ছেন স্বয়ং ভগবান এবং তাই তিনি তাঁর যা ইচ্ছা তাই করতে পারেন। বৈদিক শাস্ত্রে বিভিন্ন যুগে ভগবান যে বিভিন্ন বর্ণ ধারণ করেন তার উল্লেখ করা হয়েছে এবং তাই গর্গমুনি যখন বলেছেন, "তোমার পুত্র এই বর্ণগুলি ধারণ করেছিলেন," তার মাধ্যমে তিনি পরোক্ষভাবে বলেছেন, "তোমার পুত্র হচ্ছেন স্বয়ং ভগবান।" কংসের অত্যাচারের ফলে গর্গমুনি সেই সত্য প্রকাশ করেননি, কিন্তু তিনি পরোক্ষভাবে নন্দ মহারাজকে জানিয়ে ছিলেন যে, তাঁর পুত্র শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন ভগবান।

এই প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য যে, শ্রীল জীব গোস্বামী তাঁর *ক্রমসন্দর্ভে* এই শ্লোকের তাৎপর্য বিশ্লেষণ করেছেন। প্রতি যুগে শ্রীকৃষ্ণ শ্বেত, রক্ত বা পীতবর্ণ ধারণ করে প্রকাশিত হন, কিন্তু এখন তিনি স্বয়ং তাঁর আদি কৃষ্ণ স্বরূপে প্রকট হয়েছেন, এবং গর্গমুনির ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে নারায়ণ রূপে তাঁর শক্তি প্রদর্শন করেছেন। যেহেতু এই রূপে ভগবান নিজেকে পূর্ণরূপে প্রদর্শন করেন, তাই তাঁর নাম শ্রীকৃষ্ণ—সর্ব আকর্ষক।

প্রকৃতপক্ষে শ্রীকৃষ্ণই হচ্ছেন সমস্ত অবতারের অবতারী, এবং তাই বিভিন্ন অবতারের বিভিন্ন রূপ কৃষ্ণতে বর্তমান। শ্রীকৃষ্ণ যখন অবতরণ করেন, তখন অন্য সমস্ত অবতারদের সমস্ত রূপ তাঁর মধ্যে বিরাজমান। অন্যান্য অবতারেরা স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অংশ। এই প্রসঙ্গে বুঝতে হবে যে, ভগবান শুক্ল, রক্ত অথবা পীত, যে বর্ণেই আবির্ভূত হোন না কেন, তিনি সেই একই ব্যক্তি। বিভিন্ন অবতারে তিনি বিভিন্ন বর্ণ ধারণ করে আবির্ভূত হন, ঠিক যেমন সূর্যকিরণে সাতটি রঙ রয়েছে। কখনও কখনও এই রঙ পৃথক পৃথকভাবে প্রকট হয়; নতুবা সূর্যকিরণ প্রধানত উজ্জ্বল আলোকরূপে প্রকাশিত হয়। মন্বন্তর-অবতার, লীলা-অবতার আদি বিভিন্ন অবতারেরা সকলেই শ্রীকৃষ্ণে অন্তর্ভুক্ত রয়েছেন। শ্রীকৃষ্ণ যখন আবির্ভূত হন, তখন সমস্ত অবতারেরাও তাঁর সঙ্গে আবির্ভূত হন। সেই কথা *শ্রীমদ্ভাগবতে* (১/৩/২৬) বর্ণিত হয়েছে—

অবতারা হ্যসংখ্যেয়া হরেঃ সত্ত্বনিধের্দ্বিজাঃ ।
যথাবিদাসিনঃ কুল্যাঃ সরসঃ স্যুঃ সহস্রশঃ ॥

নিরন্তর জলপ্রবাহের মতো অবতারেরা সতত প্রকাশিত হচ্ছেন। প্রবহমান নদীর জলে যে কত ঢেউ রয়েছে তা যেমন কেউ গণনা করতে পারে না, তেমনই অসংখ্য অবতার রয়েছেন। এই সমস্ত অবতারদের উৎস হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণ। তাই সমস্ত অবতারেরা তাঁর মধ্যে বিরাজমান। শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন অংশী এবং অন্যরা হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণের অংশ। আমরা সহ সমস্ত জীবেরা তাঁর অংশ (*মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ*)। এই সমস্ত অংশ বিভিন্ন পরিমাপের। (অতি ক্ষুদ্র অংশ) মানুষ এবং দেবতা, বিষ্ণুতত্ত্ব ও অন্যান্য সমস্ত জীবেরা ভগবানের অংশ। *নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানাম্* (*কঠোপনিষদ* ২/২/১৩)। শ্রীকৃষ্ণ সমস্ত অবতারদের পরম উৎস, এবং তাই শ্রীকৃষ্ণ যখন উপস্থিত থাকেন, তখন সমস্ত অবতারেরাও তাঁর সঙ্গে থাকেন।

শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশ স্কন্ধে ক্রম অনুসারে প্রতিটি যুগের অবতারদের বর্ণনা করা হয়েছে। *শ্রীমদ্ভাগবতে* বলা হয়েছে, *কৃতে শুক্লশ্চতুর্বাহুঃ, ত্রেতায়াং রক্তবর্ণোঽসৌ, দ্বাপরে ভগবান্ শ্যামঃ* এবং *কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণম্*। আমরা দেখতে পাই যে, কলিযুগে ভগবান পীতবর্ণ ধারণ করে গৌরসুন্দর রূপে আবির্ভূত হয়েছেন, যদিও *শ্রীমদ্ভাগবতে কৃষ্ণবর্ণম্* বলা হয়েছে। এই সমস্ত উক্তির সমন্বয় করে বুঝতে হবে যে, যদিও কোন কোন যুগে কোন রঙের প্রাধান্য থাকে, কিন্তু বিশেষ যুগে শ্রীকৃষ্ণ যখন প্রকট হন, তখন সমস্ত বর্ণ উপস্থিত থাকে। *কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণম্*— শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যদিও অকৃষ্ণবর্ণ ধারণ করে আবির্ভূত হয়েছেন, তবুও বুঝতে

হবে যে, তিনি স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ। *ইদানীং কৃষ্ণতাং গতাঃ।* সেই আদিপুরুষ শ্রীকৃষ্ণ যিনি বিভিন্ন বর্ণ নিয়ে অবতরণ করেন, তিনি এখন আবির্ভূত হয়েছেন। *আসন্* শব্দটি ইঙ্গিত করে যে, তিনি সর্বদাই উপস্থিত। যখনই ভগবান তাঁর পূর্ণ স্বরূপে প্রকট হন, তখন যদিও তিনি বিভিন্ন বর্ণে আবির্ভূত হন, তবুও বুঝতে হবে যে, তিনি *কৃষ্ণবর্ণম্।* প্রহ্লাদ মহারাজ উল্লেখ করেছেন যে, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু হচ্ছেন *ছন্ন;* অর্থাৎ, যদিও তিনি শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং, তবুও তিনি পীতবর্ণের দ্বারা তাঁর স্বরূপ আবৃত করে আবির্ভূত হয়েছেন। তাই গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের সিদ্ধান্ত হচ্ছে যে, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু পীতবর্ণ ধারণ করে আবির্ভূত হলেও তিনি শ্রীকৃষ্ণ।

কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদম্ ।
যজ্ঞৈঃ সংকীর্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ ॥

(*শ্রীমদ্ভাগবত* ১১/৫/৩২)

শ্লোক ১৪

প্রাগয়ং বসুদেবস্য ক্বচিজ্জাতস্তবাত্মজঃ ।
বাসুদেব ইতি শ্রীমানভিজ্ঞাঃ সম্প্রচক্ষতে ॥ ১৪ ॥

প্রাক্—পূর্বে; **অয়ম্**—এই শিশুটি; **বসুদেবস্য**—বসুদেবের; **ক্বচিৎ**—কখনও কখনও; **জাতঃ**—জন্মগ্রহণ করেছিলেন; **তব**—তোমার; **আত্মজঃ**—কৃষ্ণ, যে পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেছে; **বাসুদেবঃ**—তাই তার নাম বাসুদেব রাখা যেতে পারে; **ইতি**—এই প্রকার; **শ্রীমান্**—অত্যন্ত সুন্দর; **অভিজ্ঞাঃ**—জ্ঞানবান; **সম্প্রচক্ষতে**—কৃষ্ণকে বাসুদেবও বলেন।

অনুবাদ

কোন কারণে, তোমার এই পরম সুন্দর পুত্রটি পূর্বে বসুদেবের পুত্ররূপে প্রকটিত হয়েছিলেন। তাই অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা এঁকে বাসুদেব বলে থাকেন।

তাৎপর্য

গর্গমুনি পরোক্ষভাবে বলেছিলেন, "এই শিশুটি যদিও তোমার পুত্ররূপে আচরণ করছে, কিন্তু মূলত তিনি বসুদেবের পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। সাধারণত কৃষ্ণ তোমার পুত্র, কিন্তু কখনও কখনও তিনি বসুদেবের পুত্র।"

শ্লোক ১৫

বহূনি সন্তি নামানি রূপাণি চ সুতস্য তে ।
গুণকর্মানুরূপাণি তান্যহং বেদ নো জনাঃ ॥ ১৫ ॥

বহূনি—বহু; **সন্তি**—রয়েছে; **নামানি**—নাম; **রূপাণি**—রূপ; **চ**—ও; **সুতস্য**—পুত্রের; **তে**—তোমার; **গুণ-কর্ম-অনুরূপাণি**—তাঁর গুণ এবং কর্ম অনুসারে; **তানি**—সেগুলি; **অহম্**—আমি; **বেদ**—জানি; **নো জনাঃ**—সাধারণ মানুষেরা জানে না।

অনুবাদ

তোমার এই পুত্রের গুণ এবং কর্ম অনুসারে বহু নাম এবং রূপ আছে, তা আমি জানি। সাধারণ লোকেরা তা জানে না।

তাৎপর্য

বহূনি—ভগবানের বহু নাম রয়েছে। *অদ্বৈতমচ্যুতমনাদিমনন্তরূপমাদ্যং পুরাণপুরুষং নবযৌবনঞ্চ*। *ব্রহ্মসংহিতায়* (৫/৩৩) বর্ণনা করা হয়েছে যে, ভগবান এক কিন্তু তাঁর বহু রূপ এবং বহু নাম রয়েছে। এমন নয় যে, যেহেতু গর্গমুনি শিশুটির নামকরণ করেছিলেন কৃষ্ণ, তাই সেটিই ছিল তাঁর একমাত্র নাম। তাঁর অন্য বহু নাম রয়েছে, যেমন ভক্তবৎসল, গিরিধারী, গোবিন্দ, গোপাল। আমরা যদি কৃষ্ণ শব্দটির নিরুক্তি বা আক্ষরিক অর্থ বিশ্লেষণ করি, তা হলে আমরা দেখতে পাই, *ন* শব্দটি ইঙ্গিত করে যে, তিনি জন্ম-মৃত্যুর চক্র নিরাকরণ করেন এবং কৃষ্ *শব্দের অর্থ সত্তার্থ বা 'অস্তিত্ব'। অর্থাৎ কৃষ্ণই সমগ্র অস্তিত্ব। কৃষ্ শব্দের আর একটি অর্থ 'আকর্ষণ', এবং *ন* শব্দের অর্থ 'আনন্দ'। কৃষ্ণ মুকুন্দ নামেও বিখ্যাত কারণ তিনি সকলকে সচ্চিদানন্দময় জীবন প্রদান করেন। দুর্ভাগ্যবশত, জীবের যেহেতু ক্ষুদ্র স্বাতন্ত্র্য রয়েছে, তাই জীবেরা শ্রীকৃষ্ণের কার্যক্রম অবহেলা করে স্বতন্ত্রভাবে আচরণ করতে চায়। এটিই হচ্ছে ভবরোগ। কিন্তু তা সত্ত্বেও শ্রীকৃষ্ণ যেহেতু জীবকে আনন্দময় জীবন প্রদান করতে চান, তাই তিনি বিভিন্ন রূপে আবির্ভূত হন। তাই তাঁকে বলা হয় কৃষ্ণ। গর্গমুনি ছিলেন একজন জ্যোতিষী, তাই যা অন্যদের অজ্ঞাত ছিল তা তিনি অবগত ছিলেন। কিন্তু কৃষ্ণের এত বহু নাম যে, গর্গমুনি পর্যন্ত সেগুলি জানতেন না। তাই বুঝতে হবে যে, শ্রীকৃষ্ণের চিন্ময় কার্যকলাপ অনুসারে অসংখ্য নাম রয়েছে এবং অসংখ্য রূপ রয়েছে।

শ্লোক ১৬

এষ বঃ শ্রেয় আধাস্যদ্ গোপগোকুলনন্দনঃ ।
অনেন সর্বদুর্গাণি যূয়মঞ্জস্তরিষ্যথ ॥ ১৬ ॥

এষঃ—এই শিশুটি; **বঃ**—তোমাদের সকলের জন্য; **শ্রেয়ঃ**—পরম মঙ্গল; **আধাস্যৎ**—পরম মঙ্গল বিধান করবে; **গোপ-গোকুল-নন্দনঃ**—গোকুলের গোপনন্দন রূপে জন্মগ্রহণ করে ঠিক এক গোপবালকের মতো; **অনেন**—তাঁর দ্বারা; **সর্ব-দুর্গাণি**—সর্বপ্রকার দুঃখ-দুর্দশা; **যূয়ম্**—তোমাদের সকলের; **অঞ্জঃ**—অনায়াসে; **তরিষ্যথ**—উত্তীর্ণ হবে।

অনুবাদ

গোপ এবং গোকুলের আনন্দবর্ধক এই শিশুটি তোমাদের মঙ্গল সাধন করবে, এবং এঁর কৃপায় তোমরা অনায়াসে সমস্ত বিঘ্ন অতিক্রম করতে পারবে।

তাৎপর্য

শ্রীকৃষ্ণ সমস্ত গোপ এবং গাভীদের পরম বন্ধু। তাই *নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গোব্রাহ্মণহিতায় চ* মন্ত্রের দ্বারা তাঁর আরাধনা করা হয়। তাঁর ধাম গোকুলে তাঁর সমস্ত লীলা সর্বদাই ব্রাহ্মণ এবং গাভীদের অনুকূল। তাঁর প্রথম কর্তব্য হচ্ছে গাভী এবং ব্রাহ্মণদের স্বাচ্ছন্দ্য বিধান করা। প্রকৃতপক্ষে ব্রাহ্মণদের সুখস্বাচ্ছন্দ্য বিধান করা গৌণ, এবং গাভীদের সুখস্বাচ্ছন্দ্য বিধান করাই হচ্ছে তাঁর মুখ্য কর্তব্য। তাঁর উপস্থিতির ফলে সমস্ত মানুষেরা সমস্ত দুঃখ-দুর্দশা থেকে মুক্ত হয়ে চিন্ময় আনন্দে অবস্থান করতে পারেন।

শ্লোক ১৭

পুরানেন ব্রজপতে সাধবো দস্যুপীড়িতাঃ ।
অরাজকে রক্ষ্যমাণা জিগ্যুর্দস্যূন্ সমেধিতাঃ ॥ ১৭ ॥

পুরা—পূর্বে; **অনেন**—কৃষ্ণের দ্বারা; **ব্রজ-পতে**—হে ব্রজরাজ; **সাধবঃ**—সাধুরা; **দস্যু-পীড়িতাঃ**—দস্যু-তস্করদের দ্বারা উপদ্রুত হয়ে; **অরাজকে**—রাষ্ট্রসরকার যখন অরাজক হয়ে গিয়েছিল; **রক্ষ্যমাণাঃ**—সুরক্ষিত হয়েছিলেন; **জিগ্যুঃ**—পরাজিত করেছিলেন; **দস্যূন্**—দস্যু-তস্করদের; **সমেধিতাঃ**—বর্ধিত হয়েছিলেন।

অনুবাদ

হে নন্দ মহারাজ! ইতিহাসে বর্ণনা করা হয়েছে যে, পুরাকালে অরাজকতার সময়, ইন্দ্র যখন সিংহাসন চ্যুত হয়েছিলেন, এবং মানুষেরা দস্যু-তস্করদের দ্বারা উৎপীড়িত হয়েছিল, তখন এই শিশুটি আবির্ভূত হয়ে দস্যু-তস্করদের পরাজিত করে সকলকে রক্ষা করেছিলেন এবং সমৃদ্ধি সাধন করেছিলেন।

তাৎপর্য

ইন্দ্র হচ্ছেন স্বর্গের রাজা। দৈত্য, দস্যু এবং তস্করেরা সর্বদাই ইন্দ্রের বিরুদ্ধাচারণ করে (*ইন্দ্রারিব্যাকুলং লোকং*), কিন্তু ইন্দ্রের শত্রুরা যখন প্রাধান্য লাভ করে, তখন শ্রীকৃষ্ণ আবির্ভূত হন। *কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং / ইন্দ্রারিব্যাকুলং লোকং মৃড়য়ন্তি যুগে যুগে* (*শ্রীমদ্ভাগবত* ১/৩/২৮)।

শ্লোক ১৮

য এতস্মিন্ মহাভাগাঃ প্রীতিং কুর্বন্তি মানবাঃ ।
নারয়োঽভিভবন্ত্যেতান্ বিষ্ণুপক্ষানিবাসুরাঃ ॥ ১৮ ॥

যে—যাঁরা; **এতস্মিন্**—এই শিশুটিকে; **মহা-ভাগাঃ**—অত্যন্ত ভাগ্যবান; **প্রীতিম্**—স্নেহ; **কুর্বন্তি**—করে; **মানবাঃ**—এই প্রকার ব্যক্তি; **ন**—না; **অরয়ঃ**—শত্রুগণ; **অভিভবন্তি**—পরাভূত করে; **এতান্**—যাঁরা কৃষ্ণের প্রতি আসক্ত; **বিষ্ণু-পক্ষান্**—বিষ্ণুপক্ষীয় দেবতাগণ; **ইব**—সদৃশ; **অসুরাঃ**—অসুরেরা।

অনুবাদ

অসুরেরা ভগবান শ্রীবিষ্ণুর পক্ষ অবলম্বনকারী দেবতাদের কখনও পরাভূত করতে পারে না। তেমনই যে ব্যক্তি বা সম্প্রদায় শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অনুরক্ত, তাঁরা অত্যন্ত ভাগ্যবান, কারণ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অত্যন্ত প্রীতি যুক্ত হওয়ার ফলে, তাঁরা কখনও কংসের অনুচরসদৃশ অসুরদের দ্বারা (অথবা অন্তরের শত্রু ইন্দ্রিয়ের দ্বারা) পরাভূত হন না।

শ্লোক ১৯

তস্মান্নন্দাত্মজোঽয়ং তে নারায়ণসমো গুণৈঃ ।
শ্রিয়া কীর্ত্যানুভাবেন গোপায়স্ব সমাহিতঃ ॥ ১৯ ॥

তস্মাৎ—অতএব; **নন্দ**—হে নন্দ মহারাজ; **আত্মজঃ**—তোমার পুত্র; **অয়ম্**—এই; **তে**—তোমার; **নারায়ণ-সমঃ**—নারায়ণেরই মতো (দিব্য গুণাবলী সমন্বিত); **গুণৈঃ**—গুণের দ্বারা; **শ্রিয়া**—ঐশ্বর্যের দ্বারা; **কীর্ত্যা**—কীর্তির দ্বারা; **অনুভাবেন**—এবং তাঁর প্রভাবের দ্বারা; **গোপায়স্ব**—এই শিশুটিকে পালন কর; **সমাহিতঃ**—অত্যন্ত সাবধানতা সহকারে।

অনুবাদ

অতএব, হে নন্দ মহারাজ, তোমার এই পুত্রটি গুণ, ঐশ্বর্য, কীর্তি এবং প্রভাবে নারায়ণেরই সমতুল্য। তুমি অত্যন্ত সাবধানতা সহকারে এই শিশুটিকে পালন কর।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে *নারায়ণসমঃ* শব্দটি মহত্ত্বপূর্ণ। কেউই নারায়ণের সমতুল্য নয়। তিনি *অসমোর্ধ্ব*—কেউই তাঁর সমকক্ষ নয় এবং কেউই তাঁর থেকে শ্রেষ্ঠ নয়। সেই সম্বন্ধে শাস্ত্রে বলা হয়েছে—

যস্তু নারায়ণং দেবং ব্রহ্মরুদ্রাদিদৈবতৈঃ ।
সমত্বেনৈব দীক্ষেত স পাষণ্ডী ভবেদ্ ধ্রুবম্ ॥

যে ব্যক্তি শিব অথবা ব্রহ্মাকে নারায়ণের সমতুল্য বলে মনে করে, সে পাষণ্ডী। কেউই নারায়ণের সমকক্ষ হতে পারে না। তা সত্ত্বেও গর্গমুনি সম শব্দটি ব্যবহার করেছেন। কারণ তিনি নন্দ মহারাজের পুত্ররূপে আবির্ভূত শ্রীকৃষ্ণ যে ভগবান, তা পরোক্ষভাবে ব্যক্ত করেছেন। গর্গমুনি নন্দ মহারাজকে বোঝাতে চেয়েছিলেন, "তোমার আরাধ্য ভগবান শ্রীনারায়ণ তোমার প্রতি অত্যন্ত প্রসন্ন হয়ে তাঁরই সমগুণসম্পন্ন এক পুত্রকে প্রেরণ করেছেন। অতএব তুমি তোমার এই পুত্রটির নাম মুকুন্দ, মধুসূদন আদি রাখতে পার। কিন্তু সব সময় মনে রেখ যে, যখনই তুমি ভাল কিছু করতে যাবে, তখনই বহু বাধা-বিপত্তি আসবে। তাই অত্যন্ত সাবধানতার সঙ্গে এই শিশুটির পালন-পোষণ এবং রক্ষণাবেক্ষণ করো। নারায়ণ যেভাবে সর্বদা তোমাকে রক্ষা করেন, তুমিও যদি অত্যন্ত সাবধানতা সহকারে এই শিশুটিকে রক্ষা করতে পার, তা হলে এই শিশুটি নারায়ণেরই সদৃশ হবেন।" গর্গমুনি আরও বলেছিলেন যে, শিশুটি যদিও নারায়ণের মতো গুণবান, তবুও রাসবিহারী রূপে তিনি নারায়ণের থেকেও অধিক আনন্দ উপভোগ করবেন। সেই সম্বন্ধে *ব্রহ্মসংহিতায়* বলা হয়েছে, *লক্ষ্মীসহস্রশতসম্ভ্রমসেব্যমানম্*—লক্ষ্মীসদৃশ অগণিত ব্রজগোপীরা শ্রদ্ধা সহকারে তাঁর সেবা করবেন।

শ্লোক ২০

শ্রীশুক উবাচ

ইত্যাত্মানং সমাদিশ্য গর্গে চ স্বগৃহং গতে ।
নন্দঃ প্রমুদিতো মেনে আত্মানং পূর্ণমাশিষাম্ ॥ ২০ ॥

শ্রী-শুকঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; **ইতি**—এইভাবে; **আত্মানম্**—পরমাত্মা বা পরমতত্ত্ব সম্বন্ধে; **সমাদিশ্য**—উপদেশ প্রদান করে; **গর্গে**—গর্গমুনি যখন; **চ**—ও; **স্ব-গৃহম্**—তাঁর স্বীয় গৃহে; **গতে**—প্রস্থান করেছিলেন; **নন্দঃ**—নন্দ মহারাজ; **প্রমুদিতঃ**—অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছিলেন; **মেনে**—মনে করেছিলেন; **আত্মানম্**—নিজেকে; **পূর্ণম্ আশিষাম্**—সর্ব সৌভাগ্যে পূর্ণ।

অনুবাদ

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—গর্গমুনি নন্দ মহারাজকে এইভাবে শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করে যখন তাঁর গৃহের উদ্দেশ্যে প্রস্থান করেছিলেন, তখন নন্দ মহারাজ নিজেকে অত্যন্ত ভাগ্যবান বলে মনে করে অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছিলেন।

তাৎপর্য

শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন পরমাত্মা এবং নন্দ মহারাজ জীবাত্মা। গর্গমুনির উপদেশে তাঁরা উভয়েই মহিমান্বিত হয়েছিলেন। নন্দ মহারাজ পূতনা, শকটাসুর আদি অসুরদের থেকে কৃষ্ণের সুরক্ষার কথা চিন্তা করছিলেন এবং যেহেতু তিনি এই প্রকার এক পুত্র লাভ করেছেন, তাই তিনি নিজেকে পরম ভাগ্যবান বলে মনে করেছিলেন।

শ্লোক ২১

কালেন ব্রজতাল্পেন গোকুলে রামকেশবৌ ।
জানুভ্যাং সহ পাণিভ্যাং রিঙ্গমাণৌ বিজহ্রতুঃ ॥ ২১ ॥

কালেন—সময়; **ব্রজতা**—অতিবাহিত হয়ে; **অল্পেন**—অল্প অবধি; **গোকুলে**—ব্রজধাম গোকুলে; **রাম-কেশবৌ**—বলরাম এবং শ্রীকৃষ্ণ; **জানুভ্যাম্**—হাঁটুর দ্বারা; **সহ পাণিভ্যাম্**—হাতের উপর ভর করে; **রিঙ্গমাণৌ**—হামাগুড়ি দিয়ে; **বিজহ্রতুঃ**—শিশুসুলভ ক্রীড়া উপভোগ করেছিলেন।

অনুবাদ

তার অল্পকাল পরেই রাম এবং কৃষ্ণ দুজনেই হাত এবং জানু অবলম্বন করে ব্রজে হামাগুড়ি দিতে শুরু করেছিলেন। এইভাবে তাঁরা শিশুর মতো খেলা করার আনন্দ উপভোগ করেছিলেন।

তাৎপর্য

এক ব্রাহ্মণ ভক্ত বলেছেন—

শ্রুতিমপরে স্মৃতিমিতরে ভারতমন্যে ভজন্তু ভবভীতাঃ ।
অহমিহ নন্দং বন্দে যস্যালিন্দে পরং ব্রহ্ম ॥

"সংসার ভয়ে ভীত হয়ে অন্যেরা *বেদ, পুরাণ* এবং *মহাভারতের* ভজনা করুক, আমি কেবল নন্দ মহারাজের আরাধনা করি, যাঁর অঙ্গনে পরমব্রহ্ম খেলা করছেন।" ভগবদ্ভক্ত ব্রহ্মে লীন হয়ে যাওয়া কৈবল্যকে নরকতুল্য বলে মনে করেন (*নরকায়তে*)। কিন্তু এখানে নন্দ মহারাজের অঙ্গনে কৃষ্ণ-বলরামের হামাগুড়ি দেওয়ার চিত্র চিন্তা করা মাত্রই দিব্য আনন্দে মগ্ন হওয়া যায়। মানুষ যতক্ষণ কৃষ্ণলীলায়, বিশেষ করে শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলার চিন্তায় মগ্ন থাকতে পারেন, যেমন পরীক্ষিৎ মহারাজ বাসনা করেছিলেন, তা হলে সর্বদাই প্রকৃত কৈবল্যে মগ্ন থাকা যায়। তাই ব্যাসদেব *শ্রীমদ্ভাগবত* প্রণয়ন করেছেন। *লোকস্যাজানতো বিদ্বাংশ্চক্রে সাত্বতসংহিতাম্* (*শ্রীমদ্ভাগবত* ১/৭/৬)। ব্যাসদেব শ্রীল নারদ মুনির উপদেশে *শ্রীমদ্ভাগবত* প্রণয়ন করেছেন, যাতে যে কোন ব্যক্তি এই শাস্ত্রটির সুযোগ গ্রহণ করে সর্বদা শ্রীকৃষ্ণের চিন্তায় মগ্ন হয়ে ভববন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারেন।

শ্রুতিমপরে স্মৃতিমিতরে ভারতমন্যে ভজন্তু ভবভীতাঃ ।
অহমিহ নন্দং বন্দে যস্যালিন্দে পরং ব্রহ্ম ॥

শ্লোক ২২

তাবঙ্ঘ্রিযুগ্মমনুকৃষ্য সরীসৃপন্তৌ
ঘোষপ্রঘোষরুচিরং ব্রজকর্দমেষু ।
তন্নাদহৃষ্টমনসাবনুসৃত্য লোকং
মুগ্ধপ্রভীতবদুপেয়তুরন্তি মাত্রোঃ ॥ ২২ ॥

তৌ—কৃষ্ণ এবং বলরাম; **অঙ্ঘ্রি-যুগ্মম্ অনুকৃষ্য**—তাঁদের চরণযুগল আকর্ষণ করে; **সরীসৃপন্তৌ**—সরীসৃপের মতো বক্রগতিতে বিচরণ করে; **ঘোষ-প্রঘোষ-রুচিরম্**—তাঁদের পায়ের কিঙ্কিণীর অতি মধুর ধ্বনি; **ব্রজ-কর্দমেষু**—ব্রজভূমিতে গোময় এবং গোমূত্র থেকে উৎপন্ন কর্দমে; **তৎ-নাদ**—সেই কিঙ্কিণীর ধ্বনির দ্বারা; **হৃষ্ট-মনসৌ**—অত্যন্ত প্রসন্ন হয়ে; **অনুসৃত্য**—অনুসরণ করে; **লোকম্**—অন্যান্য ব্যক্তিরা; **মুগ্ধ**—মোহিত হয়ে; **প্রভীতবৎ**—তাঁদের দ্বারা পুনরায় ভীত হয়ে; **উপেয়তুঃ**—তৎক্ষণাৎ প্রত্যাবর্তন করেছিলেন; **অন্তি মাত্রোঃ**—তাঁদের মাতাদের কাছে।

অনুবাদ

যখন কৃষ্ণ এবং বলরাম তাঁদের জানুতে ভর দিয়ে ব্রজভূমিতে গোময় এবং গোমূত্র থেকে উৎপন্ন কর্দমাক্ত ভূমিতে সরীসৃপের মতো বক্রগতিতে বিচরণ করতেন, তখন তাঁদের কিঙ্কিণীর ধ্বনি অত্যন্ত মনোমুগ্ধকর শোনাত। অন্যদের কিঙ্কিণীর ধ্বনি শ্রবণ করে অত্যন্ত হৃষ্টচিত্তে তাঁরা তাঁদের অনুসরণ করতেন, যেন তাঁরা তাঁদের মায়ের কাছে যাচ্ছেন, কিন্তু যখন তাঁরা দেখতেন যে, তাঁরা অন্য ব্যক্তি, তখন যেন তাঁরা ভীত হয়ে তাঁদের মাতা যশোদা এবং রোহিণীর কাছে ফিরে আসতেন।

তাৎপর্য

কৃষ্ণ এবং বলরাম যখন ব্রজভূমিতে হামাগুড়ি দিয়ে বিচরণ করতেন, তখন তারা কিঙ্কিণীর শব্দে মোহিত হতেন। এইভাবে তাঁরা কখনও কখনও অন্য ব্যক্তিদের পিছনে পিছনে যেতেন, এবং তাঁরা কৃষ্ণ-বলরামকে এইভাবে হামাগুড়ি দিতে দেখে আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে বলতেন, "দেখ দেখ, কৃষ্ণ-বলরাম কিভাবে হামাগুড়ি দিচ্ছে!" সেই কথা শুনে কৃষ্ণ-বলরাম বুঝতে পারতেন যে, তাঁরা তাঁদের মা নয়, এবং তখন তাঁরা তাঁদের মায়ের কাছে ফিরে আসতেন। এইভাবে হামাগুড়ি দিয়ে কৃষ্ণ-বলরাম প্রতিবেশীদের এবং তাঁদের মাতা যশোদা এবং রোহিণীদেবীর আনন্দ বিধান করতেন।

শ্লোক ২৩

তন্মাতরৌ নিজসুতৌ ঘৃণয়া স্নুবন্ত্যৌ
পঙ্কাঙ্গরাগরুচিরাবুপগৃহ্য দোর্ভ্যাম্ ।
দত্ত্বা স্তনং প্রপিবতোঃ স্ম মুখং নিরীক্ষ্য
মুগ্ধস্মিতাল্পদশনং যযতুঃ প্রমোদম্ ॥ ২৩ ॥

তৎ-মাতরৌ—তাঁদের মাতা (রোহিণী এবং যশোদা); **নিজ-সুতৌ**—তাঁদের নিজের নিজের পুত্রদের; **ঘৃণয়া**—স্নেহভরে; **স্নুবন্ত্যৌ**—পরম সুখে তাঁদের স্তনদুগ্ধ পান করাতেন; **পঙ্ক-অঙ্গ-রাগ-রুচিরৌ**—যাঁদের সুন্দর চিন্ময় শরীর পঙ্করূপ অঙ্গরাগের দ্বারা সজ্জিত ছিল; **উপগৃহ্য**—গ্রহণ করে; **দোর্ভ্যাম্**—তাঁদের বাহুর দ্বারা; **দত্ত্বা**—প্রদান করে; **স্তনম্**—স্তন; **প্রপিবতোঃ**—শিশু দুটি যখন পান করতেন; **স্ম**—বস্তুতপক্ষে; **মুখম্**—মুখ; **নিরীক্ষ্য**—দর্শন করে; **মুগ্ধ-স্মিত-অল্প-দশনম্**—ছোট ছোট দাঁতযুক্ত মুখের মনোহর ঈষৎ হাস্য (তাঁদের অধিক থেকে অধিকতর আকৃষ্ট করতো); **যযতুঃ**—উপভোগ করেছিলেন; **প্রমোদম্**—চিন্ময় আনন্দ।

অনুবাদ

পঙ্করূপ অঙ্গরাগে সজ্জিত সুন্দর শিশু দুটি যখন তাঁদের মায়েদের কাছে যেতেন, তখন যশোদা এবং রোহিণী গভীর স্নেহভরে তাঁদের কোলে তুলে নিয়ে স্বতঃক্ষরিত স্তনদুগ্ধ পান করাতেন। তাঁরা যখন স্তন পান করতেন, তখন শিশু দুটি ঈষৎ হাসতেন এবং তখন তাঁদের মুখে ছোট ছোট দাঁতগুলি দেখা যেত। তাঁদের সেই অল্প দন্তযুক্ত বদন নিরীক্ষণ করে তাঁদের মায়েরা অত্যন্ত আনন্দিত হতেন।

তাৎপর্য

মায়েরা যেহেতু তাঁদের শিশুদের পালন-পোষণ করেন, যোগমায়ার আয়োজনে শিশু দুটি ভাবতেন, "এ আমার মা", এবং মায়েরা ভাবতেন, "এটি আমার পুত্র।" স্নেহবশত মায়েদের স্তন থেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে দুগ্ধ ক্ষরিত হত এবং শিশু দুটি তা পান করতেন। মায়েরা যখন দেখতেন যে, তাঁদের ছোট ছোট দাঁত বেরোচ্ছে, তখন তাঁরা সেগুলি গণনা করে দিব্য সুখ অনুভব করতেন, এবং শিশু দুটি যখন দেখতেন যে, তাঁদের মায়েরা তাঁদের স্তনদুগ্ধ পান করতে দিচ্ছেন, তখন তাঁরা আনন্দ অনুভব করতেন। এই চিন্ময় বাৎসল্য স্নেহ রোহিণী থেকে বলরামে এবং যশোদা থেকে কৃষ্ণেও প্রবাহিত হত এবং তাঁরা সকলেই চিন্ময় আনন্দ অনুভব করতেন।

শ্লোক ২৪

যর্হ্যঙ্গনাদর্শনীয়কুমারলীলা-
বন্তর্ব্রজে তদবলাঃ প্রগৃহীতপুচ্ছৈঃ ।
বৎসৈরিতস্তত উভাবনুকৃষ্যমাণৌ
প্রেক্ষন্ত্য উজ্ঝিতগৃহা জহৃষুর্হসন্ত্যঃ ॥ ২৪ ॥

যর্হি—যখন; **অঙ্গনা-দর্শনীয়**—অন্তঃপুরের রমণীদেরই কেবল দর্শনীয়; **কুমার-লীলৌ**—শ্রীকৃষ্ণ এবং বলরামের কৌমারলীলা; **অন্তঃব্রজে**—ব্রজে নন্দ মহারাজের অন্তঃপুরে; **তৎ**—তখন; **অবলাঃ**—সমস্ত রমণীরা; **প্রগৃহীত-পুচ্ছৈঃ**—কৃষ্ণ এবং বলরাম তাদের লেজ ধরে; **বৎসৈঃ**—গোবৎসদের; **ইতঃ ততঃ**—ইতস্তত; **উভৌ**—কৃষ্ণ এবং বলরাম উভয়ে; **অনুকৃষ্যমাণৌ**—আকৃষ্ট হয়ে; **প্রেক্ষন্ত্যঃ**—তা দর্শন করে; **উজ্‌ঝিত**—পরিত্যাগ করে; **গৃহাঃ**—তাঁদের গৃহকার্য; **জহ্রষুঃ**—অত্যন্ত আনন্দ উপভোগ করেছিলেন; **হসন্ত্যঃ**—হাসতে হাসতে।

অনুবাদ

নন্দ মহারাজের অন্তঃপুরে গোপরমণীরা শিশু কৃষ্ণ এবং বলরামের লীলাবিলাস দর্শনের আনন্দ উপভোগ করতেন। শিশু দুটি গোবৎসদের পুচ্ছ ধারণ করতেন এবং সেই বৎসগুলি তাঁদের আকর্ষণ করে ইতস্তত ধাবিত হত। তখন ব্রজরমণীরা তাঁদের গৃহকার্য পরিত্যাগ করে সেই সমস্ত লীলা দর্শন করে হাসতেন এবং পরম আনন্দ উপভোগ করতেন।

তাৎপর্য

কৃষ্ণ এবং বলরাম হামাগুড়ি দিতে দিতে ঔৎসুক্যবশত কখনও কখনও গোবৎসদের পুচ্ছ ধারণ করতেন। কেউ তাদের ধরেছে বলে মনে করে গোবৎসরা ইতস্তত ধাবিত হত এবং তার ফলে ভীত হয়ে শিশু দুটি দৃঢ়ভাবে তাদের পুচ্ছ ধরে থাকতেন। গোবৎসরাও যখন দেখত শিশু দুটি তাদের জোর করে ধরে রয়েছে, তখন তারাও ভীত হত। তখন শিশু দুটিকে উদ্ধার করার জন্য স্ত্রীলোকেরা ছুটে আসতেন এবং হর্ষভরে হাসতেন। এইভাবে তাঁরা পরম আনন্দ অনুভব করতেন।

শ্লোক ২৫

শৃঙ্গ্যগ্নিদংষ্ট্রাসিজলদ্বিজকণ্টকেভ্যঃ
ক্রীড়াপরাবতিচলৌ স্বসুতৌ নিষেদ্ধুম্ ।
গৃহ্যাণি কর্তুমপি যত্র ন তজ্জনন্যৌ
শেকাত আপতুরলং মনসোঽনবস্থাম্ ॥ ২৫ ॥

শৃঙ্গী—গাভীদের সঙ্গে; **অগ্নি**—অগ্নি; **দংষ্ট্রী**—বানর এবং কুকুর; **অসি**—তরবারি; **জল**—জল; **দ্বিজ**—পক্ষী; **কণ্টকেভ্যঃ**—এবং কণ্টক; **ক্রীড়া-পরৌ অতি-চলৌ**—শিশু দুটি অত্যন্ত চঞ্চল হয়ে ক্রীড়ারত হত; **স্ব-সুতৌ**—তাঁদের পুত্র দুটি; **নিষেদ্ধুম্**—তাঁদের নিরস্ত করার জন্য; **গৃহ্যাণি**—গৃহকর্ম; **কর্তুম্ অপি**—সম্পাদন করার দ্বারা; **যত্র**—যখন; **ন**—না; **তৎ-জনন্যৌ**—তাঁদের মাতাগণ (রোহিণী এবং যশোদা); **শেকাতে**—সমর্থ; **আপতুঃ**—প্রাপ্ত হয়েছিলেন; **অলম্**—বস্তুতপক্ষে; **মনসঃ**—মনের; **অনবস্থাম্**—ভারসাম্য।

অনুবাদ

মা যশোদা এবং রোহিণী যখন শৃঙ্গধারী গাভী, অগ্নি, কুকুর, বিড়াল, বানর প্রভৃতি দংষ্ট্রীগণ এবং কণ্টক, অসি ও ভূমিতে অন্যান্য অস্ত্র প্রভৃতি থেকে রক্ষা করতে পারতেন না এবং অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হওয়ার ফলে তাঁদের গৃহকর্ম ব্যাহত হত, তখন তাঁরা বাৎসল্য রস পোষক চাপল্য নামক সঞ্চারি ভাব প্রাপ্ত হতেন।

তাৎপর্য

শ্রীকৃষ্ণের সমস্ত লীলা এবং মায়েদের দ্বারা প্রদর্শিত মহা আনন্দ, সবই চিন্ময়; তাদের কোনটিই জড় নয়। *ব্রহ্মসংহিতায়* সেই সম্বন্ধে বলা হয়েছে *আনন্দচিন্ময়রস*। চিৎ-জগতে উৎকণ্ঠা রয়েছে, ক্রন্দন রয়েছে এবং এই জড় জগতের মতো অন্যান্য অনুভূতি রয়েছে, কিন্তু বস্তুতপক্ষে এই সমস্ত অনুভূতি চিন্ময়। জড় জগতের অনুভূতিগুলি সেই চিন্ময় অনুভূতির অনুকরণ মাত্র বা প্রতিবিম্ব। মা যশোদা এবং রোহিণী চিন্ময়ভাবে সেই সমস্ত অনুভূতিগুলি আস্বাদন করেছিলেন।

শ্লোক ২৬

কালেনাল্পেন রাজর্ষে রামঃ কৃষ্ণশ্চ গোকুলে ।
অঘৃষ্টজানুভিঃ পদ্ভির্বিচক্রমতুরঞ্জসা ॥ ২৬ ॥

কালেন অল্পেন—অতি অল্প সময়ের মধ্যে; **রাজর্ষে**—হে মহারাজ পরীক্ষিৎ; **রামঃ কৃষ্ণঃ চ**—রাম এবং কৃষ্ণ উভয়ে; **গোকুলে**—গোকুল গ্রামে; **অঘৃষ্ট-জানুভিঃ**—জানুঘর্ষণ ব্যতীত; **পদ্ভিঃ**—কেবল তাঁদের পায়ের দ্বারা; **বিচক্রমতুঃ**—বিচরণ করতে শুরু করেছিলেন; **অঞ্জসা**—অনায়াসে।

অনুবাদ

হে মহারাজ পরীক্ষিৎ, অল্প সময়ের মধ্যেই রাম এবং কৃষ্ণ জানুঘর্ষণ ব্যতীত তাঁদের চরণের দ্বারা অনায়াসে গোকুলে বিচরণ করতে শুরু করেছিলেন।

তাৎপর্য

জানুর দ্বারা হামাগুড়ি দেওয়ার পরিবর্তে, শিশু দুটি এখন কোন কিছু ধরে উঠে দাঁড়িয়ে অনায়াসে তাঁদের নিজেদের পায়ের দ্বারা ধীরে ধীরে চলতে শুরু করেছিলেন।

শ্লোক ২৭

ততস্তু ভগবান্ কৃষ্ণো বয়স্যৈর্ব্রজবালকৈঃ ।
সহরামো ব্রজস্ত্রীণাং চিক্রীড়ে জনয়ন্ মুদম্ ॥ ২৭ ॥

ততঃ—তারপর; **তু**—কিন্তু; **ভগবান্**—ভগবান; **কৃষ্ণঃ**—শ্রীকৃষ্ণ; **বয়স্যৈঃ**—সমবয়স্ক বন্ধুদের সঙ্গে; **ব্রজ-বালকৈঃ**—অন্যান্য ব্রজবালকদের সঙ্গে; **সহ-রামঃ**—বলরাম সহ; **ব্রজ-স্ত্রীণাম্**—ব্রজরমণীদের; **চিক্রীড়ে**—অত্যন্ত আনন্দে খেলা করেছিলেন; **জনয়ন্**—উৎপাদন করে; **মুদম্**—চিন্ময় আনন্দ।

অনুবাদ

তারপর, বলরাম সহ ব্রজের অন্যান্য গোপবালকদের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ খেলতে শুরু করেছিলেন। এইভাবে তাঁরা গোপরমণীদের আনন্দ উৎপাদন করেছিলেন।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে *সহরামঃ*, অর্থাৎ 'বলরাম সহ' কথাটি তাৎপর্যপূর্ণ। এই প্রকার চিন্ময় লীলাবিলাসে শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন মুখ্য নায়ক এবং বলরাম তাঁর সহায়ক।

শ্লোক ২৮

কৃষ্ণস্য গোপ্যো রুচিরং বীক্ষ্য কৌমারচাপলম্ ।
শৃণ্বত্যাঃ কিল তন্মাতুরিতি হোচুঃ সমাগতাঃ ॥ ২৮ ॥

কৃষ্ণস্য—কৃষ্ণের; **গোপ্যঃ**—গোপীগণ; **রুচিরম্**—অত্যন্ত আকর্ষণীয়; **বীক্ষ্য**—দর্শন করে; **কৌমার-চাপলম্**—কৌমার লীলার চাপল্য; **শৃণ্বন্ত্যাঃ**—বার বার শ্রবণ করার জন্য; **কিল**—বস্তুতপক্ষে; **তৎ-মাতুঃ**—তাঁর মায়ের উপস্থিতিতে; **ইতি**—এইভাবে; **হ**—বস্তুতপক্ষে; **ঊচুঃ**—বলেছিলেন; **সমাগতাঃ**—সেখানে সমবেত।

অনুবাদ

শ্রীকৃষ্ণের অত্যন্ত আকর্ষণীয় শিশুসুলভ চাপল্য দর্শন করে, সমস্ত গোপীরা শ্রীকৃষ্ণের কার্যকলাপ বার বার শোনার জন্য মা যশোদার কাছে এসে এইভাবে বলতেন।

তাৎপর্য

শ্রীকৃষ্ণের লীলা ভক্তদের কাছে সর্বদাই অত্যন্ত আকর্ষণীয়। তাই মা যশোদার সখী ব্রজরমণীরা শ্রীকৃষ্ণকে যা করতে দেখেছেন, তা তাঁকে এসে বলতেন। মা যশোদা তখন তাঁর গৃহকর্ম স্থগিত রেখে, তাঁর প্রতিবেশীদের সেই বর্ণনা আনন্দ সহকারে শ্রবণ করতেন।

শ্লোক ২৯

বৎসান্ মুঞ্চন্ ক্বচিদসময়ে ক্রোশসঞ্জাতহাসঃ
স্তেয়ং স্বাদ্বত্ত্যথ দধিপয়ঃ কল্পিতৈঃ স্তেয়যোগৈঃ ।
মর্কান্ ভোক্ষ্যন্ বিভজতি স চেন্নাত্তি ভাণ্ডং ভিনত্তি
দ্রব্যালাভে সগৃহকুপিতো যাত্যুপক্রোশ্য তোকান্ ॥ ২৯ ॥

বৎসান্—গোবৎসদের; **মুঞ্চন্**—বন্ধন মুক্ত করে; **ক্বচিৎ**—কখনও কখনও; **অসময়ে**—অসময়ে; **ক্রোশ-সঞ্জাত-হাসঃ**—তার ফলে গৃহস্বামী যখন ক্রুদ্ধ হতেন, তখন কৃষ্ণ হাসতে শুরু করতেন; **স্তেয়ম্**—চুরি করার দ্বারা লব্ধ; **স্বাদু**—অত্যন্ত সুস্বাদু; **অত্তি**—ভক্ষণ করে; **অথ**—এইভাবে; **দধি-পয়ঃ**—দই এবং দুধের ভাণ্ড; **কল্পিতৈঃ**—উপায়ে; **স্তেয়-যোগৈঃ**—চৌর্যবৃত্তির দ্বারা; **মর্কান্**—বানরদের; **ভোক্ষ্যন্**—খেতে দিয়ে; **বিভজতি**—তাদের অংশ ভাগ করে দেয়; **সঃ**—বানর; **চেৎ**—যদি; **ন**—না; **অত্তি**—খায়; **ভাণ্ডম্**—পাত্র; **ভিনত্তি**—ভেঙে ফেলে; **দ্রব্য-অলাভে**—খাওয়ার কিছু না থাকলে অথবা এই প্রকার পাত্র খুঁজে না পেলে; **সঃ-গৃহ-কুপিতঃ**—সে সেই গৃহবাসীদের প্রতি ক্রুদ্ধ হয়; **যাতি**—চলে যায়; **উপক্রোশ্য**—চিমটি কেটে ব্যথা দিয়ে; **তোকান্**—ছোট বাচ্চাদের।

অনুবাদ

"হে সখী যশোদা, তোমার পুত্র কখনও গোদোহনের পূর্বেই আমাদের গৃহে এসে গোবৎসদের বন্ধন মুক্ত করে দেয়, এবং তার ফলে গৃহস্বামী ক্রুদ্ধ হলে সে হাসতে থাকে। কখনও কখনও সে চুরি করার নানা উপায় উদ্ভাবন করে সুস্বাদু দই, মাখন এবং দুধ চুরি করে ভক্ষণ করে। সেখানে বানরেরা সমবেত হলে, সে তাদেরও তা ভাগ করে দেয়, এবং উদরপূর্তিবশত বানরেরা যখন আর খেতে চায় না, তখন সে ভাণ্ডগুলি ভেঙ্গে ফেলে। কখনও কখনও সে যদি কোন গৃহে মাখন এবং দুধ চুরি করার সুযোগ না পায়, তা হলে সে গৃহস্বামীর প্রতি ক্রুদ্ধ হয়ে নিদ্রিত শিশুদের চিমটি কেটে জাগিয়ে দেয়। তারপর শিশুরা যখন ক্রন্দন করতে শুরু করে, তখন কৃষ্ণ পালিয়ে যায়।

তাৎপর্য

কৃষ্ণের বাল্যলীলার দুষ্টুমির বর্ণনা প্রতিবেশীরা মা যশোদার কাছে এসে অভিযোগ রূপে ব্যক্ত করতেন। কখনও কখনও শ্রীকৃষ্ণ কোন প্রতিবেশীর গৃহে গিয়ে যদি দেখতেন কেউ সেখানে নেই, তখন তিনি গোদোহনের পূর্বেই গোবৎসদের বন্ধন মোচন করে দিতেন। সাধারণত দোহনের পর গোবৎসদের বন্ধন মুক্ত করা হয়, কিন্তু কৃষ্ণ তার পূর্বেই তাদের বন্ধন মোচন করে দিতেন এবং তার ফলে গোবৎসরা তাদের মায়ের সমস্ত দুধ খেয়ে ফেলত। গোপেরা যখন তা দেখতেন, তখন তাঁরা কৃষ্ণকে তাড়া করে তাঁকে ধরার চেষ্টা করতেন। তাঁরা বলতেন, "এই কৃষ্ণ দুষ্টুমি করছে।" কিন্তু কৃষ্ণ পালিয়ে গিয়ে অন্য কারও গৃহে প্রবেশ করে, সেখান থেকে দই এবং মাখন চুরি করার উপায় উদ্ভাবন করতেন। তারপর গোপেরা আবার তাঁকে ধাওয়া করত, "এখানে ননীচোর। ওকে ধর!" বলে তাঁকে ধরার চেষ্টা করতেন এবং ক্রোধ প্রকাশ করতেন। কিন্তু কৃষ্ণ কেবল হাসতেন, এবং তখন তাঁরা সব কিছু ভুলে যেতেন। কখনও কখনও তাঁদের উপস্থিতিতেই কৃষ্ণ দই এবং ননী খেতে শুরু করতেন। শ্রীকৃষ্ণের ননী খাওয়ার কোন প্রয়োজন নেই, কারণ তাঁর উদর সর্বদাই পূর্ণ, কিন্তু তিনি তা খেতেন অথবা ভাণ্ডগুলি ভেঙে ফেলে তার ভেতরে যা কিছু ছিল তা সব বানরদের বিতরণ করে দিতেন। এইভাবে শ্রীকৃষ্ণ সর্বদাই দুষ্টুমি করতেন। কোন গৃহে যদি তিনি চুরি করার জন্য মাখন অথবা দুধই খুঁজে না পেতেন, তখন তিনি অন্য ঘরে গিয়ে নিদ্রিত শিশুদের চিমটি কেটে জাগিয়ে দিতেন এবং তাঁরা যখন কাঁদতে শুরু করত, তখন তিনি পালিয়ে যেতেন।

শ্লোক ৩০

হস্তাগ্রাহ্যে রচয়তি বিধিং পীঠকোলূখলাদ্যৈ-
শ্ছিদ্রং হ্যন্তর্নিহিতবয়ুনঃ শিক্যভাণ্ডেষু তদ্বিৎ ।
ধ্বান্তাগারে ধৃতমণিগণং স্বাঙ্গমর্থপ্রদীপং
কালে গোপ্যো যর্হি গৃহকৃত্যেষু সুব্যগ্রচিত্তাঃ ॥ ৩০ ॥

হস্ত-অগ্রাহ্যে—হাতের নাগালের বাইরে; **রচয়তি**—আয়োজন করত; **বিধিম্**—উপায়; **পীঠক**—পিঁড়ি; **উলূখল-আদ্যৈঃ**—উদূখল ইত্যাদির সাহায্যে; **ছিদ্রম্**—ছিদ্র; **হি**—বস্তুতপক্ষে; **অন্তঃ-নিহিত**—পাত্র মধ্যস্থ বস্তু; **বয়ুনঃ**—এই প্রকার জ্ঞানের দ্বারা; **শিক্য**—শিকা; **ভাণ্ডেষু**—পাত্রে; **তৎ-বিৎ**—সেই জ্ঞানে দক্ষ; **ধ্বান্ত-আগারে**—অন্ধকারাচ্ছন্ন ঘরে; **ধৃত-মণি-গণম্**—মূল্যবান মণির দ্বারা অলঙ্কৃত হওয়ার ফলে; **স্ব-অঙ্গম্**—তার শরীর; **অর্থ-প্রদীপম্**—অন্ধকারে দেখার জন্য আবশ্যক আলোক; **কালে**—তারপর যথাসময়ে; **গোপ্যঃ**—গোপীগণ; **যর্হি**—যখন; **গৃহ-কৃত্যেষু**—গৃহকার্য সম্পাদনে; **সু-ব্যগ্র-চিত্তাঃ**—অত্যন্ত ব্যস্ত।

অনুবাদ

"দধি এবং দুগ্ধ প্রভৃতি দ্রব্য যখন কৃষ্ণ ও বলরামের হাতের নাগালের বাইরে অনেক উঁচুতে শিকায় ঝুলানো থাকত, তখন তারা পিঁড়ির উপর উঠে অথবা উদূখলের উপর দাঁড়িয়ে তা লাভ করার উপায় রচনা করে থাকে। আর তা সত্ত্বেও যদি তা তাদের হাতের নাগালের বাইরে থাকে, তখন তারা পাত্রের মধ্যস্থ দ্রব্য অবগত হয়ে, সেই পাত্রটি ফুটো করে দেয়। যখন গোপীগণ গৃহকার্যে ব্যস্ত থাকেন, তখন কৃষ্ণ-বলরাম অন্ধকার গৃহে প্রবেশপূর্বক তাদের দেহের মূল্যবান মণির আলোকে সে স্থান আলোকিত করে, স্বকীয় কার্যের সহায় প্রদীপরূপে কল্পনা করে থাকে।

তাৎপর্য

পুরাকালে প্রতিটি পরিবারে সঙ্কটকালীন অবস্থায় ব্যবহারের জন্য দধি-দুগ্ধ তুলে রাখা হত। কিন্তু কৃষ্ণ-বলরাম পাত্রের নাগাল পাওয়ার জন্য পিঁড়ির সাহায্য গ্রহণ করতেন এবং তারপর তাঁরা হাত দিয়ে পাত্রটি ফুটো করতেন, যাতে অভ্যন্তরস্থ বস্তু নির্গত হলে তাঁরা তা পান করতে পারেন। সেটি ছিল দধি-দুগ্ধ চুরি করার অন্য আর একটি উপায়। দধি এবং দুগ্ধ যদি অন্ধকার ঘরে রাখা হত, তা হলে

কৃষ্ণ-বলরাম তাঁদের দেহের মূল্যবান মণির আলোকে সেই স্থান আলোকিত করতেন। এইভাবে কৃষ্ণ-বলরাম নানা উপায়ে প্রতিবেশীদের গৃহ থেকে মাখন, দুধ ইত্যাদি চুরি করতেন।

শ্লোক ৩১

এবং ধার্ষ্ট্যান্যুশতি কুরুতে মেহনাদীনি বাস্তৌ
স্তেয়োপায়ৈর্বিরচিতকৃতিঃ সুপ্রতীকো যথাস্তে ।
ইত্থং স্ত্রীভিঃ সভয়নয়নশ্রীমুখালোকিনীভি-
র্ব্যাখ্যাতার্থা প্রহসিতমুখী ন হ্যপালব্ধুমৈচ্ছৎ ॥ ৩১ ॥

এবম্—এইভাবে; **ধার্ষ্ট্যানি**—দুষ্টুমি; **উশতি**—পরিষ্কার স্থানে; **কুরুতে**—কখনও কখনও করে; **মেহন-আদীনি**—মল-মূত্র ত্যাগ; **বাস্তৌ**—আমাদের গৃহে; **স্তেয়-উপায়ৈঃ**—দুধ এবং মাখন চুরি করার বিভিন্ন উপায় উদ্ভাবন করে; **বিরচিত-কৃতিঃ**—অত্যন্ত দক্ষ; **সুপ্রতীকঃ**—এখানে এখন একটি সুশীল বালকের মতো বসে রয়েছে; **যথা আস্তে**—যখন এখানে থাকে; **ইত্থম্**—আলোচনার এই সমস্ত বিষয়; **স্ত্রীভিঃ**—গোপীদের দ্বারা; **স-ভয়-নয়ন**—সভয় নয়ন; **শ্রীমুখ**—সুন্দর মুখ; **আলোকিনীভিঃ**—দর্শনের আনন্দ উপভোগকারী গোপীদের দ্বারা; **ব্যাখাত-অর্থা**—মা যশোদার কাছে অভিযোগকারী; **প্রহসিত-মুখী**—তাঁরা আনন্দে হাসতেন; **ন**—না; **হি**—বস্তুতপক্ষে; **উপালব্ধুম্**—তিরস্কার করতে (পক্ষান্তরে, কৃষ্ণকে সেখানে একটি সুশীল বালকের মতো বসে থাকতে দেখে আনন্দিত হয়ে); **ঐচ্ছৎ**—তিনি ইচ্ছা করেছিলেন।

অনুবাদ

"কৃষ্ণের দুষ্টুমি ধরা পড়ে গেলে গৃহস্বামী যখন তাকে বলতেন, 'ওরে চোর!' এবং কৃত্রিমভাবে কৃষ্ণের প্রতি ক্রোধ প্রকাশ করতেন, তখন কৃষ্ণ প্রগল্‌ভতা প্রকাশ করে বলতেন, 'আমি চোর নই, তুমিই চোর।' কখনও কখনও কৃষ্ণ ক্রুদ্ধ হয়ে আমাদের গৃহের পরিষ্কার স্থানে মল-মূত্র ত্যাগ করে, কিন্তু সখী যশোদা, দেখ, এই পাকা চোরটি তোমার সামনে একটি সুশীল বালকের মতো বসে রয়েছে।" গোপীরা যখন শ্রীকৃষ্ণের সভয় নয়নযুক্ত মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করে যশোদার কাছে তাঁর চাপল্যের কথা প্রকাশ করতেন, তখন মা যশোদা সেই মজার কথা শুনে মৃদু হাসতেন, এবং তাঁর চিন্ময় শিশুটিকে তিরস্কার করতে পারতেন না।

তাৎপর্য

কৃষ্ণ তাঁর প্রতিবেশীদের ঘরে গিয়ে কেবল চুরিই করতেন না, কখনও কখনও তাঁদের পরিষ্কার গৃহে মল-মূত্রও ত্যাগ করতেন। গৃহস্বামী যদি তাঁকে ধরে ফেলতেন, তা হলে কৃষ্ণ তাঁকে তিরস্কার করে বলতেন, "তুমি চোর।" কৃষ্ণ তাঁর বাল্যলীলাতেই কেবল চুরি করেননি, যৌবনেও তিনি যুবতী গোপীদের হৃদয় চুরি করে তাঁদের সঙ্গে রাসনৃত্য উপভোগ করেছিলেন। এটিই হচ্ছে কৃষ্ণের কার্য। তিনি বহু অসুরদের সংহার করে হিংসাত্মক কার্যও সম্পাদন করেছেন। যদিও জড়বাদী মানুষেরা অহিংসা আদি গুণের পক্ষপাতী, কিন্তু পরম সত্য পরমেশ্বর ভগবান সর্বদাই সমদর্শী হওয়ার ফলে, তাঁর সমস্ত কার্যকলাপই মঙ্গলময়, এমন কি চুরি করা, হত্যা করা, হিংসাত্মক কার্য আদি অনৈতিক কার্যকলাপও। শ্রীকৃষ্ণ সর্বদাই শুদ্ধ এবং তিনি সর্বদাই পরম সত্য। জড়-জাগতিক জীবনে যে সমস্ত কার্যকলাপ গর্হিত, শ্রীকৃষ্ণ সেই সমস্ত কার্যও করতে পারেন এবং তা সত্ত্বেও তিনি আকর্ষণীয়। তাই তাঁর নাম কৃষ্ণ, অর্থাৎ 'সর্বাকর্ষক'। এটিই চিন্ময় প্রেম এবং সেবা বিনিময়ের স্তর। শ্রীকৃষ্ণের মুখমণ্ডলের সৌন্দর্যের দ্বারা মা যশোদা এতই আকৃষ্ট হতেন যে, তিনি তাঁকে তিরস্কার করতে পারতেন না। তিরস্কার করার পরিবর্তে তিনি কৃষ্ণের কার্যকলাপের কথা শুনে হাসতেন। এইভাবে গোপীরা পরম তৃপ্তি অনুভব করতেন, এবং তাঁদের আনন্দে কৃষ্ণ আনন্দিত হতেন। তাই কৃষ্ণের আর এক নাম গোপীজনবল্লভ, কারণ গোপীদের আনন্দ বিধানের জন্য তিনি এই সমস্ত কার্যকলাপ উদ্ভাবন করেছিলেন।

শ্লোক ৩২

একদা ক্রীড়মানাস্তে রামাদ্যা গোপদারকাঃ ।
কৃষ্ণো মৃদং ভক্ষিতবানিতি মাত্রে ন্যবেদয়ন্ ॥ ৩২ ॥

একদা—একসময়; **ক্রীড়মানাঃ**—কৃষ্ণ আর একটু বড় হয়ে তাঁর সমবয়সী অন্য শিশুদের সঙ্গে খেলা করছিলেন; **তে**—তাঁরা; **রাম-আদ্যাঃ**—বলরাম প্রভৃতি; **গোপ-দারকাঃ**—গোপবালকদের সঙ্গে; **কৃষ্ণঃ মৃদম্ ভক্ষিতবান্**—হে মাতঃ, কৃষ্ণ মাটি খেয়েছে (এইভাবে অভিযোগ করেছিলেন); **ইতি**—এইভাবে; **মাত্রে**—মা যশোদাকে; **ন্যবেদয়ন্**—তাঁরা নিবেদন করেছিলেন।

অনুবাদ

একদিন শ্রীকৃষ্ণ যখন বলরাম প্রভৃতি গোপবালকদের সঙ্গে খেলা করছিলেন, তখন তাঁর সাথীরা এসে মা যশোদার কাছে নিবেদন করেছিলেন, "মাতঃ, কৃষ্ণ মাটি খেয়েছে।"

তাৎপর্য

গোপীদের আনন্দ বিধানের জন্য এখানে শ্রীকৃষ্ণের আর একটি লীলাবিলাস। প্রথমে মা যশোদার কাছে অভিযোগ করা হয়েছিল যে, কৃষ্ণ চুরি করছেন, কিন্তু মা যশোদা তা সত্ত্বেও তাঁকে তিরস্কার করেননি। এখন, মা যশোদার ক্রোধ উৎপাদনের আর একটি চেষ্টা করা হচ্ছে যাতে তিনি কৃষ্ণকে তিরস্কার করেন। তাই, কৃষ্ণ মাটি খেয়েছে বলে আর একটি অভিযোগ উত্থাপন করা হয়েছিল।

শ্লোক ৩৩

সা গৃহীত্বা করে কৃষ্ণমুপালভ্য হিতৈষিণী ।
যশোদা ভয়সম্ভ্রান্তপ্রেক্ষণাক্ষমভাষত ॥ ৩৩ ॥

সা—মা যশোদা; **গৃহীত্বা**—গ্রহণ করে; **করে**—তাঁর হাতে (কৃষ্ণ মাটি খেয়েছে বলে উৎকণ্ঠিত হয়ে); **কৃষ্ণম্**—কৃষ্ণকে; **উপালভ্য**—তাঁকে তিরস্কার করতে চেয়েছিলেন; **হিত-এষিণী**—শ্রীকৃষ্ণের হিতৈষী হওয়ার ফলে, "কৃষ্ণ মাটি খেল কেন?" বলে মনে করে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে; **যশোদা**—মা যশোদা; **ভয়-সম্ভ্রান্ত-প্রেক্ষণ-অক্ষম্**—কৃষ্ণ অনিষ্টকর কোন কিছু খেয়ে ফেলেছে কি না তা দেখার জন্য তিনি ভয়চকিত নেত্রে কৃষ্ণের মুখের ভিতর দেখতে লাগলেন; **অভাষত**—কৃষ্ণকে সম্ভাষণ করে বলেছিলেন।

অনুবাদ

কৃষ্ণের খেলার সাথীদের কাছে সেই কথা শুনে, হিতৈষিণী মা যশোদা কৃষ্ণের হাত ধরে ভয়চকিত নেত্রে তাঁর মুখের ভিতরে দেখে তাঁকে ভৎর্সনাপূর্বক এই কথাগুলি বলেছিলেন।

শ্লোক ৩৪

কস্মান্মৃদমদান্তাত্মন্ ভবান্ ভক্ষিতবান্ রহঃ ।
বদন্তি তাবকা হ্যেতে কুমারাস্তেঽগ্রজোঽপ্যয়ম্ ॥ ৩৪ ॥

কস্মাৎ—কেন; **মৃদম্**—মৃত্তিকা; **অদান্ত-আত্মন্**—হে অস্থির বালক; **ভবান্**—তুমি; **ভক্ষিতবান্**—খেয়েছ; **রহঃ**—নির্জন স্থানে; **বদন্তি**—অভিযোগ করছে; **তাবকাঃ**—তোমার বন্ধুরা; **হি**—বস্তুতপক্ষে; **এতে**—তারা সকলে; **কুমারাঃ**—বালকেরা; **তে**—তোমার; **অগ্রজঃ**—জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা; **অপি**—ও (নিশ্চিতভাবে প্রতিপাদন করছে); **অয়ম্**—এই।

অনুবাদ

হে অশান্তচিত্ত কৃষ্ণ, তুমি কেন নির্জন স্থানে মাটি খেয়েছ? তোমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বলরাম সহ তোমার খেলার সাথীরা সেই কথা বলছে। তুমি কেন এই কাজ করেছ?

তাৎপর্য

মা যশোদা কৃষ্ণের চঞ্চল স্বভাবে বিচলিত ছিলেন। তাঁর গৃহ নানা প্রকার মোদকে পূর্ণ ছিল। তা হলে চঞ্চল বালকটি নির্জন স্থানে মাটি খেল কেন? কৃষ্ণ উত্তর দিয়েছিলেন, "মা, এরা সকলে আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে তোমার কাছে অভিযোগ করছে, যাতে তুমি আমাকে দণ্ড দাও। আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বলরামও তাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে। প্রকৃতপক্ষে আমি তা করিনি। আমি যা বলছি তা সত্যি। আমার প্রতি ক্রুদ্ধ হয়ে আমাকে তিরস্কার করো না।"

শ্লোক ৩৫

নাহং ভক্ষিতবানম্ব সর্বে মিথ্যাভিশংসিনঃ ।
যদি সত্যগিরস্তর্হি সমক্ষং পশ্য মে মুখম্ ॥ ৩৫ ॥

না—না; **অহম্**—আমি; **ভক্ষিতবান্**—মাটি খেয়েছি; **অম্ব**—হে মাতঃ; **সর্বে**—ওরা সকলে; **মিথ্য-অভিশংসিনঃ**—মিথ্যাবাদী, আমার বিরুদ্ধে তারা অভিযোগ করছে, যাতে তুমি আমাকে দণ্ড দাও; **যদি**—যদি তা সত্য হয়; **সত্য-গিরঃ**—তারা যদি সত্যি কথা বলে থাকে; **তর্হি**—তা হলে; **সমক্ষম্**—প্রত্যক্ষভাবে; **তস্য**—দেখ; **মে**—আমার; **মুখম্**—মুখে।

অনুবাদ

কৃষ্ণ তখন বললেন—"মা আমি কখনও মাটি খাইনি। এরা সকলে মিথ্যাবাদী। তুমি যদি মনে কর যে এরা সত্যি কথা বলছে, তা হলে তুমি নিজেই আমার মুখের মধ্যে দেখ।

তাৎপর্য

মাতৃস্নেহের দিব্য আনন্দ বৃদ্ধি করার জন্য কৃষ্ণ নিজেকে নির্দোষ বলে দাবি করেছে। শাস্ত্রে বলা হয়েছে, *তাড়নভয়ান্ মিথ্যোক্তির্বাৎসল্যরসপোষিকা*। অর্থাৎ, শিশুরা কখনও কখনও মিথ্যা কথা বলে। যেমন, সে কিছু চুরি করে থাকতে পারে অথবা খেয়ে থাকতে পারে, কিন্তু সে যে তা করেছে তা সে অস্বীকার করে। আমরা জড় জগতে সাধারণত তা দেখতে পাই, কিন্তু কৃষ্ণের সম্পর্কে তা ভিন্ন। এই প্রকার কার্যকলাপের উদ্দেশ্য হচ্ছে ভক্তের আনন্দ বিধান করা। ভগবান মিথ্যাবাদীর ভূমিকা অবলম্বন করেছিলেন এবং তাঁর ভক্তদের মিথ্যাবাদী বলে অভিযোগ করেছিলেন। *শ্রীমদ্ভাগবতে* (১০/১২/১১) উল্লেখ করা হয়েছে, *কৃতপুণ্যপুঞ্জাঃ*—বহু জন্ম-জন্মান্তরের ভক্তির ফলে এই প্রকার আনন্দদায়ক স্থিতি লাভ হয়। যাঁরা প্রচুর পুণ্যফল সঞ্চয় করেছেন, তাঁরাই এইভাবে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গলাভ করতে পারেন এবং খেলার সাথীরূপে তাঁর সঙ্গে খেলতে পারেন। কখনও এই প্রকার চিন্ময় সেবার আদান-প্রদানকে মিথ্যা বলে মনে করা উচিত নয়। কখনও মনে করা উচিত নয় যে, এই সমস্ত ভক্তরা সাধারণ মিথ্যাভাষী বালক, কারণ মহাতপস্যার ফলে তাঁরা কৃষ্ণের সঙ্গলাভ করেছেন (*তপসা ব্রহ্মচর্যেণ শমেন চ দমেন চ*)।

শ্লোক ৩৬

যদ্যেবং তর্হি ব্যাদেহীত্যুক্তঃ স ভগবান্ হরিঃ ।
ব্যাদত্তাব্যাহতৈশ্বর্যঃ ক্রীড়ামনুজবালকঃ ॥ ৩৬ ॥

যদি—যদি; **এবম্**—তাই হয়; **তর্হি**—তা হলে; **ব্যাদেহি**—তোমার মুখ খোল (আমি দেখতে চাই); **ইতি উক্তঃ**—এইভাবে মা যশোদা কর্তৃক আদিষ্ট হয়ে; **সঃ**—তিনি; **ভগবান্**—পরমেশ্বর ভগবান; **হরিঃ**—শ্রীহরি; **ব্যাদত্ত**—তাঁর মুখব্যাদান করেছিলেন; **অব্যাহত-ঐশ্বর্যঃ**—তাঁর ঐশ্বর্য খর্ব না করে (*ঐশ্বর্যস্য সমগ্রস্য*); **ক্রীড়া**—লীলা; **মনুজ-বালকঃ**—ঠিক মানব-শিশুর মতো।

অনুবাদ

মা যশোদা কৃষ্ণকে বলেছিলেন, "যদি তুমি মাটি না খেয়ে থাক, তা হলে তোমার মুখ খোল।" এইভাবে মাতা কর্তৃক আদিষ্ট হয়ে নন্দ মহারাজ এবং যশোদার পুত্র কৃষ্ণ একটি নরশিশুরূপে তাঁর লীলা প্রদর্শন করার জন্য তাঁর মুখব্যাদান করেছিলেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যদিও সর্ব ঐশ্বর্যপূর্ণ, তবুও তাঁর সেই ঐশ্বর্য মা যশোদার বাৎসল্য স্নেহ বিচলিত করেনি। তাঁর ঐশ্বর্য স্বাভাবিকভাবেই প্রদর্শিত হয়েছিল, কারণ কোন স্থিতিতেই তাঁর ঐশ্বর্যের অভাব হয় না। উপযুক্ত সময়ে তা প্রকাশিত হয়।

তাৎপর্য

মায়ের বাৎসল্য প্রেম বিচলিত না করে, শ্রীকৃষ্ণ তাঁর মুখব্যাদানপূর্বক তাঁর স্বাভাবিক ঐশ্বর্য প্রদর্শন করেছিলেন। কাউকে শত শত সুস্বাদু অন্নব্যঞ্জনের পদ দেওয়া হলেও যদি কেবল সাধারণ শাক তাঁর পছন্দ হয়, তা হলে তিনি তাই খেতে চান। তেমনই শ্রীকৃষ্ণ যদিও সর্ব ঐশ্বর্যপূর্ণ, তবুও মা যশোদার আদেশে একটি মানব-শিশুর মতো তিনি তাঁর মুখব্যাদান করেছিলেন এবং চিন্ময় বাৎসল্য প্রেমের রস উপেক্ষা করেননি।

শ্লোক ৩৭-৩৯

সা তত্র দদৃশে বিশ্বং জগৎ স্থাস্নু চ খং দিশঃ ।
সাদ্রিদ্বীপাব্ধিভূগোলং সবায্বগ্নীন্দুতারকম্ ॥ ৩৭ ॥
জ্যোতিশ্চক্রং জলং তেজো নভস্বান্ বিয়দেব চ ।
বৈকারিকাণীন্দ্রিয়াণি মনো মাত্রা গুণাস্ত্রয়ঃ ॥ ৩৮ ॥
এতদ্ বিচিত্রং সহ জীবকাল-
স্বভাবকর্মাশয়লিঙ্গভেদম্ ।
সূনোস্তনৌ বীক্ষ্য বিদারিতাস্যে
ব্রজং সহাত্মানমবাপ শঙ্কাম্ ॥ ৩৯ ॥

সা—মা যশোদা; **তত্র**—কৃষ্ণের মুখের ভিতর; **দদৃশে**—দেখেছিলেন; **বিশ্বম্**—সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড; **জগৎ**—জঙ্গম প্রাণী; **স্থাস্নু**—স্থাবর জীব; **চ**—এবং; **খম্**—আকাশ; **দিশঃ**—দিক; **স-অদ্রি**—পর্বত সহ; **দ্বীপ**—দ্বীপ; **অব্ধি**—এবং সমুদ্র; **ভূ-গোলম্**—

পৃথিবী; **স-বায়ু**—প্রবাহ-বায়ু সহ; **অগ্নি**—অগ্নি; **ইন্দু**—চন্দ্র; **তারকম্**—নক্ষত্র; **জ্যোতিঃ-চক্রম্**—জ্যোতিশ্চক্র; **জলম্**—জল; **তেজঃ**—আলোক; **নভস্বান্**—অন্তরীক্ষ; **বিয়ৎ**—আকাশ; **এব**—ও; **চ**—এবং; **বৈকারিকাণি**—অহঙ্কারের বিকারের ফলে সৃষ্ট; **ইন্দ্রিয়াণি**—ইন্দ্রিয়সমূহ; **মনঃ**—মন; **মাত্রাঃ**—ইন্দ্রিয়-অনুভূতি; **গুণাঃ ত্রয়ঃ**—প্রকৃতির তিনটি গুণ (সত্ত্ব, রজ এবং তম); **এতৎ**—এই সমস্ত; **বিচিত্রম্**—বিচিত্র; **সহ**—সহ; **জীব-কাল**—সমস্ত জীবের আয়ুষ্কাল; **স্বভাব**—স্বভাব; **কর্ম-আশয়**—কর্ম এবং ভোগবাসনা; **লিঙ্গ-ভেদম্**—বাসনা অনুসারে বিভিন্ন প্রকার শরীর; **সূনোঃ তনৌ**—তাঁর পুত্রের শরীরে; **বীক্ষ্য**—দর্শন করে; **বিদারিত-আস্যে**—তাঁর খোলা মুখের ভিতর; **ব্রজম্**—বৃন্দাবন-ধাম; **সহ-আত্মানম্**—তিনি সহ; **অবাপ**—অভিভূত হয়েছিলেন; **শঙ্কাম্**—আশঙ্কায়।

অনুবাদ

কৃষ্ণ যখন তাঁর মায়ের আদেশে তাঁর মুখব্যাদান করেছিলেন, তখন মা যশোদা তাঁর মধ্যে স্থাবর, জঙ্গম, অন্তরীক্ষ, দিক্, পর্বত, দ্বীপ, সমুদ্র, ভূতল, প্রবাহ-বায়ু, অগ্নি, চন্দ্র, তারকা, জ্যোতিশ্চক্র, জল, তেজ, পবন, আকাশ, অহঙ্কারের বিকার থেকে সৃষ্ট সমস্ত বস্তু, ইন্দ্রিয়সমূহ, মন, তন্মাত্র, সত্ত্ব, রজ এবং তমোগুণ, জীবের আয়ু, স্বভাব, কর্মবাসনা এবং বিভিন্ন প্রকার শরীর দর্শন করেছিলেন। তিনি বৃন্দাবন-ধাম সহ সমগ্র জগৎ এবং সেই সঙ্গে নিজেকেও দর্শন করে তাঁর পুত্রের অনিষ্ট আশঙ্কায় ভীতা হয়েছিলেন।

তাৎপর্য

স্থূল এবং সূক্ষ্ম তত্ত্বে বিরাজমান সমগ্র জগৎ এবং তার বিকার, ত্রিগুণ, জীব, সৃষ্টি, স্থিতি, বিনাশ এবং ভগবানের বহিরঙ্গা প্রকৃতিতে যা কিছু হচ্ছে তা সবই ভগবান শ্রীগোবিন্দ থেকে উদ্ভূত হয়। সব কিছুই ভগবানের নিয়ন্ত্রণাধীন। সেই কথা *ভগবদ্গীতাতেও* (৯/১০) প্রতিপন্ন হয়েছে। *ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্*—জড়া প্রকৃতির সব কিছুই ভগবানের নিয়ন্ত্রণাধীন। যেহেতু এই সমস্ত প্রকাশ গোবিন্দ থেকে উদ্ভূত, তাই গোবিন্দের মুখে তা সবই দর্শন করা যায়। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, মা যশোদা তাঁর গভীর বাৎসল্য স্নেহে ভয়ভীতা হয়েছিলেন। তিনি বিশ্বাস করতে পারেননি যে, এই সমস্ত বস্তু তাঁর পুত্রের মুখের মধ্যে দেখা যেতে পারে। তাই, তা দেখে তিনি ভয় এবং বিস্ময়ে অভিভূত হয়েছিলেন।

শ্লোক ৪০

কিং স্বপ্ন এতদুত দেবমায়া
কিং বা মদীয়ো বত বুদ্ধিমোহঃ ।
অথো অমুষ্যৈব মমার্ভকস্য
যঃ কশ্চনৌৎপত্তিক আত্মযোগঃ ॥ ৪০ ॥

কিম্—কি; **স্বপ্নঃ**—স্বপ্ন; **এতৎ**—এই সমস্ত; **উত**—অথবা; **দেব-মায়া**—বহিরঙ্গা শক্তির মোহময়ী প্রকাশ; **কিম্ বা**—অথবা; **মদীয়ঃ**—আমার নিজের; **বত**—বস্তুতপক্ষে; **বুদ্ধি-মোহঃ**—বুদ্ধির মোহ; **অথঃ**—অন্যথা; **অমুষ্য**—এই প্রকার; **এব**—বস্তুতপক্ষে; **মম অর্ভকস্য**—আমার পুত্রের; **যঃ**—যা; **কশ্চন**—কোন; **ঔৎপত্তিকঃ**—স্বাভাবিক; **আত্ম-যোগঃ**—স্বীয় যোগশক্তি।

অনুবাদ

(মা যশোদা মনে মনে বিতর্ক করতে লাগলেন—) এটি কি স্বপ্ন, অথবা বহিরঙ্গা শক্তির মোহময়ী সৃষ্টি? এটি কি আমার নিজের বুদ্ধির দ্বারা প্রকাশিত হয়েছে, অথবা এটি আমার এই শিশুরই কোন যোগশক্তি?

তাৎপর্য

মা যশোদা যখন তাঁর শিশুর মুখের ভিতর এই অদ্ভুত দৃশ্য দর্শন করেন, তখন তিনি মনে মনে বিতর্ক করতে থাকেন, সেটি স্বপ্ন কি না। তারপর তিনি বিচার করেছিলেন, "আমি স্বপ্ন দেখছি না, কারণ আমার চক্ষু খোলা রয়েছে। যা কিছু ঘটছে তা আমি বাস্তবিকভাবে দর্শন করছি। আমি নিদ্রিত নই এবং স্বপ্নও দেখছি না। তা হলে হয়ত এটি দেবমায়ার কার্য। কিন্তু তাও সম্ভব নয়। দেবতারা কেন আমাকে এই সব দেখাবেন? আমি একজন সাধারণ রমণী; দেবতাদের সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নেই। অতএব তাঁরা কেন আমাকে এই দেবমায়া প্রদর্শন করাবেন? সেটিও সম্ভব নয়।" তখন মা যশোদা বিচার করেছিলেন যে, হয়ত তাঁর বুদ্ধির বিকারের ফলে সেই দৃশ্য দর্শন করেছিলেন, কিন্তু তখন তিনি বিচার করেছিলেন—"আমার শরীর তো অসুস্থ নয়; আমি রোগগ্রস্তও নই। তা হলে কেন আমি মোহাচ্ছন্ন হব? আমার মস্তিষ্কের বিকারের কোন সম্ভাবনা নেই, কারণ আমি তো ঠিকভাবেই চিন্তা করতে পারছি। তা হলে হয়ত এই দৃশ্যটি

আমার পুত্রের যোগশক্তির প্রদর্শন, যে কথা গর্গমুনি ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন।" এইভাবে তিনি চরমে স্থির করেছিলেন যে, সেই দৃশ্যটি তাঁর পুত্রেরই কার্য, অন্য কিছু নয়।

শ্লোক ৪১

অথো যথাবন্ন বিতর্কগোচরং
চেতোমনঃকর্মবচোভিরঞ্জসা ।
যদাশ্রয়ং যেন যতঃ প্রতীয়তে
সুদুর্বিভাব্যং প্রণতাস্মি তৎপদম্ ॥ ৪১ ॥

অথো—অতএব তিনি ভগবানের শরণাগত হতে মনস্থ করেছিলেন; **যথা-বৎ**—যতখানি তত্ত্বতভাবে দর্শন করা যায়; **ন**—না; **বিতর্ক-গোচরম্**—সমস্ত তর্ক, যুক্তি এবং ইন্দ্রিয় অনুভূতির অতীত; **চেতঃ**—চেতনার দ্বারা; **মনঃ**—মনের দ্বারা; **কর্ম**—কার্যকলাপের দ্বারা; **বচোভিঃ**—অথবা বাণীর দ্বারা; **অঞ্জসা**—তা সব মিলিয়েও আমরা তা বুঝতে পারি না; **যৎ-আশ্রয়ম্**—যাঁর নিয়ন্ত্রণে; **যেন**—যাঁর দ্বারা; **যতঃ**—যাঁর থেকে; **প্রতীয়তে**—তাঁর থেকে সব কিছু উদ্ভূত হয়েছে, সেই উপলব্ধির দ্বারাই কেবল অনুভব করা যায়; **সু-দুর্বিভাব্যম্**—আমাদের ইন্দ্রিয় অনুভূতি অথবা চেতনার অতীত; **প্রণতা অস্মি**—আমি শরণাগত হই; **তৎ-পদম্**—তাঁর শ্রীপাদপদ্মে।

অনুবাদ

অতএব, যিনি চিত্ত, মন, কার্য, বাণী, এবং তর্কের অতীত, যিনি সমস্ত জগতের মূল কারণ, যিনি সমগ্র জগৎ পালন করেন এবং যাঁর দ্বারা এই জগতের অস্তিত্ব অনুভব করা যায়, আমি সেই ভগবানের শরণাগত হই এবং তাঁর শ্রীপাদপদ্মে আমার প্রণতি নিবেদন করি। কারণ তিনি সমস্ত চিন্তা, অনুমান এবং ধ্যানের অতীত। তিনি আমার জড় কার্যকলাপের অতীত।

তাৎপর্য

মানুষের কর্তব্য কেবল ভগবানের মাহাত্ম্য উপলব্ধি করা। সূক্ষ্ম অথবা স্থূল কোন জড় উপায়ের দ্বারা তাঁকে বোঝার চেষ্টা করা উচিত নয়। মা যশোদা একজন সরল চিত্ত রমণী হওয়ার ফলে সেই দৃশ্যের প্রকৃত কারণ বুঝে উঠতে পারেননি।

তাই বাৎসল্য স্নেহবশত তিনি কেবল ভগবানের কাছে প্রণতি নিবেদন করেছিলেন, যাতে তিনি তাঁর শিশুটিকে রক্ষা করেন। ভগবানকে প্রণতি নিবেদন করা ছাড়া তিনি আর কি-ই বা করতে পারতেন? বলা হয়েছে, *অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবা ন তাংস্তর্কেণ যোজয়েৎ* (*মহাভারত, ভীষ্মপর্ব* ৫/২২)। যুক্তি এবং তর্কের দ্বারা কখন পরম কারণকে বোঝার চেষ্টা করা উচিত নয়। যখন আমরা এমন কোন সমস্যার দ্বারা প্রভাবিত হই যার কোন কারণ আমরা খুঁজে পাই না, তখন ভগবানের শরণাগত হয়ে তাঁকে সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করা ছাড়া আর অন্য কোন উপায় থাকে না। তখনই আমরা সুরক্ষিত হতে পারি। এই পরিস্থিতিতে মা যশোদাও সেই উপায় অবলম্বন করেছিলেন। যাই হোক না কেন, সব কিছুরই পরম কারণ হচ্ছেন ভগবান (*সর্বকারণকারণম্*)। যখন আমরা কারণ খুঁজে পাই না, তখন আমরা কেবল ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে প্রণতি নিবেদন করতে পারি। মা যশোদা স্থির করেছিলেন যে, শ্রীকৃষ্ণের মুখে তিনি যে সমস্ত অদ্ভুত বস্তু দর্শন করেছিলেন, প্রত্যক্ষভাবে তার কোন কারণ খুঁজে না পেলেও, ভগবানেরই ইচ্ছায় তা হয়েছিল। তাই ভক্ত যখন প্রত্যক্ষভাবে তাঁর দুঃখ-দুর্দশার কারণ খুঁজে পান না, তখন তিনি স্থির করেন—

তত্ত্বেঽনুকম্পাং সুসমীক্ষমাণো
ভুঞ্জান এবাত্মকৃতং বিপাকম্ ।
হৃদ্বাগ্বপুর্ভির্বিদধন্নমস্তে
জীবেত যো মুক্তিপদে স দায়ভাক্ ॥

(*শ্রীমদ্ভাগবত* ১০/১৪/৮)

ভক্ত মনে করেন যে, ভগবান তাঁকে অল্প একটু কষ্ট দিয়ে তাঁর পূর্বকৃত পাপকর্মের ফল থেকে তাঁকে মুক্ত করছেন। তাই তিনি বার বার ভগবানকে প্রণতি নিবেদন করেন। এই প্রকার ভক্তকে বলা হয় *মুক্তিপদে স দায়ভাক্*; অর্থাৎ, এই জড় জগতের বন্ধন থেকে তাঁর মুক্তি সুনিশ্চিত। *ভগবদ্গীতায়* (২/১৪) বলা হয়েছে—

মাত্রাস্পর্শাস্তু কৌন্তেয় শীতোষ্ণসুখদুঃখদাঃ ।
আগমাপায়িনোঽনিত্যাস্তাংস্তিতিক্ষস্ব ভারত ॥

আমাদের মনে রাখা উচিত যে, জড় দেহ থেকে উৎপন্ন জড়-জাগতিক দুঃখ আসবে এবং চলে যাবে। তাই সমস্ত দুঃখ-দুর্দশা সহ্য করে শ্রীগুরুদেবের নির্দেশ অনুসারে ভগবানের সেবা করা আমাদের অবশ্য কর্তব্য।

শ্লোক ৪২

অহং মমাসৌ পতিরেষ মে সুতো
ব্রজেশ্বরস্যাখিলবিত্তপা সতী ।
গোপ্যশ্চ গোপাঃ সহগোধনাশ্চ মে
যন্মায়য়েত্থং কুমতিঃ স মে গতিঃ ॥ ৪২ ॥

অহম্—আমার অস্তিত্ব ('আমি কিছু'); **মম**—আমার; **অসৌ**—নন্দ মহারাজ; **পতিঃ**—পতি; **এষঃ**—এই (কৃষ্ণ); **মে সুতঃ**—আমার পুত্র; **ব্রজ-ঈশ্বরস্য**—আমার পতি নন্দ মহারাজের; **অখিল-বিত্তপা**—আমি অসীম ঐশ্বর্যের অধিকারী; **সতী**—যেহেতু আমি তাঁর পত্নী; **গোপ্যঃ চ**—এবং সমস্ত গোপীগণ; **গোপাঃ**—(আমার অধীন) সমস্ত গোপগণ; **সহ-গোধনাঃ চ**—তাঁদের গাভী এবং গোবৎস সহ; **মে**—আমার; **যৎ-মায়য়া**—এই সমস্ত বস্তু যা আমি আমার বলে মনে করি, প্রকৃতপক্ষে তা সবই ভগবানের কৃপায় আমি প্রাপ্ত হয়েছি; **ইত্থম্**—এইভাবে; **কুমতিঃ**—আমি ভ্রান্তভাবে মনে করছি যে, সেগুলি আমার সম্পত্তি; **সঃ মে গতিঃ**—অতএব তিনিই আমার একমাত্র আশ্রয় (আমি কেবল তাঁর হাতের ক্রীড়নক মাত্র)।

অনুবাদ

ভগবানের মায়ার প্রভাবে আমি ভ্রান্তভাবে মনে করছি যে, নন্দ মহারাজ আমার পতি, কৃষ্ণ আমার পুত্র, এবং যেহেতু আমি নন্দ মহারাজের মহিষী, তাই সমস্ত গোধন সহ গোপ এবং গোপীরা আমার প্রজা। প্রকৃতপক্ষে, আমি ভগবানের নিত্য দাসী এবং তিনিই আমার পরম আশ্রয়।

তাৎপর্য

মা যশোদার পদাঙ্ক অনুসরণ করে, এই প্রকার ত্যাগের মনোবৃত্তি পোষণ করা সকলেরই কর্তব্য। আমাদের সমস্ত সম্পদ, ঐশ্বর্য অথবা যা কিছু রয়েছে তা আমাদের নয়—ভগবানের, যিনি সকলেরই পরম আশ্রয় এবং সব কিছুরই পরম ঈশ্বর। *ভগবদ্গীতায়* (৫/২৯) ভগবান স্বয়ং বলেছেন—

ভোক্তারং যজ্ঞতপসাং সর্বলোকমহেশ্বরম্ ।
সুহৃদং সর্বভূতানাং জ্ঞাত্বা মাং শান্তিমৃচ্ছতি ॥

"আমাকে সমস্ত যজ্ঞ এবং তপস্যার পরম উদ্দেশ্যরূপে জেনে, সর্বলোকের মহেশ্বর এবং সকলের উপকারী সুহৃদরূপে আমাকে জেনে, যোগীরা জড় জগতের দুঃখ-দুর্দশা থেকে মুক্ত হয়ে শান্তিলাভ করেন।"

আমাদের ঐশ্বর্যের গর্বে কখনও গর্বিত হওয়া উচিত নয়। মা যশোদা সেই সম্বন্ধে এখানে বলেছেন, "আমি নন্দ মহারাজের ঐশ্বর্যশালিনী পত্নী নই, এবং কোন কিছুই আমার নয়। আমার রাজ্য, ধনসম্পদ, গাভী, গোবৎস এবং গোপ ও গোপীগণের মতো প্রজা, সব কিছুই আমাকে দেওয়া হয়েছে। সকলেরই কর্তব্য, "আমার ধনসম্পদ, আমার পুত্র, আমার পতি"—এই মনোভাব পরিত্যাগ করা (*জনস্য মোহোঽয়মহং মতেতি*)। কোন কিছুই আমাদের নয়, সব কিছুই ভগবানের। মোহাচ্ছন্ন হওয়ার ফলেই কেবল আমরা ভ্রান্তিবশত মনে করি, "আমি আছি অথবা সব কিছু আমার।" এইভাবে মা যশোদা পূর্ণরূপে নিজেকে ভগবানের কাছে সমর্পণ করেছিলেন। তিনি এই মনে করে ক্ষণিকের জন্য নিরাশ হয়েছিলেন—"দান আদি পুণ্যকর্মের দ্বারা আমার পুত্রকে রক্ষা করার প্রচেষ্টা নিরর্থক। ভগবান আমাকে অনেক কিছু দিয়েছেন, কিন্তু তিনি যদি তার দায়িত্ব গ্রহণ না করেন, তা হলে সুরক্ষার কোন নিশ্চয়তা নেই। তাই চরমে আমাকে ভগবানেরই শরণ গ্রহণ করতে হবে।" প্রহ্লাদ মহারাজ বলেছেন (*শ্রীমদ্ভাগবত* ৭/৯/১৯), *বালস্য নেহ শরণং পিতরৌ নৃসিংহ*—পিতা-মাতা চরমে তার সন্তানদের রক্ষা করতে পারে না। *অতো গৃহক্ষেত্রসুতাপ্তবিত্তৈর্জনস্য মোহোঽয়মহং মমেতি* (*শ্রীমদ্ভাগবত* ৫/৫/৮)। গৃহ, ধনসম্পদ, ভূমি এবং আমাদের যা কিছু তা সবই ভগবানের, যদিও ভ্রান্তিবশত আমরা মনে করি, "আমি এই এবং এই সমস্ত বস্তু আমার।"

শ্লোক ৪৩

ইত্থং বিদিততত্ত্বায়াং গোপিকায়াং স ঈশ্বরঃ ।
বৈষ্ণবীং ব্যতনোন্মায়াং পুত্রস্নেহময়ীং বিভুঃ ॥ ৪৩ ॥

ইত্থম্—এইভাবে; **বিদিত-তত্ত্বায়াম্**—দার্শনিকভাবে সমস্ত তত্ত্ব বুঝতে পেরেছিলেন; **গোপিকায়াম্**—মা যশোদাকে; **সঃ**—ভগবান; **ঈশ্বরঃ**—পরম নিয়ন্তা; **বৈষ্ণবীম্**—বিষ্ণুমায়া বা যোগমায়া; **ব্যতনোৎ**—বিস্তার করেছিলেন; **মায়াম্**—যোগমায়া; **পুত্র-স্নেহময়ীম্**—মাতৃস্নেহবশত তাঁর পুত্রের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত; **বিভুঃ**—ভগবান।

অনুবাদ

ভগবানের কৃপায় মা যশোদা প্রকৃতপক্ষে প্রকৃত তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছিলেন, কিন্তু তার পরেই ভগবান তাঁর অন্তরঙ্গা শক্তি যোগমায়ার দ্বারা তাঁকে পুনরায় বাৎসল্য প্রেমে মোহিত করে ফেললেন।

তাৎপর্য

মা যশোদা যদিও সমস্ত জীবন-দর্শন বুঝতে পেরেছিলেন, কিন্তু পরমুহূর্তেই তিনি যোগমায়ার প্রভাবে বাৎসল্য স্নেহে অভিভূত হয়ে গিয়েছিলেন। তিনি মনে করেছিলেন, তিনি যদি তাঁর শিশুপুত্রের রক্ষণাবেক্ষণ না করেন, তা হলে সে বাঁচবে কি করে? তিনি আর অন্যভাবে চিন্তা করতে পারেননি, এবং এইভাবে তিনি সমস্ত দার্শনিক তত্ত্ব বিস্মৃত হয়েছিলেন। এই বিস্মৃতিকে শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর যোগমায়ার প্রভাব বলে বর্ণনা করেছেন (*মোহনসাধর্ম্যান্ মায়াম্*)। বদ্ধ জীবেরা মহামায়ার দ্বারা মোহিত হয়, কিন্তু ভগবদ্ভক্তরা চিৎ-শক্তির ব্যবস্থাপনায় যোগমায়ার দ্বারা মুগ্ধ হন।

শ্লোক ৪৪

সদ্যোনষ্টস্মৃতির্গোপী সারোপ্যারোহমাত্মজম্ ।
প্রবৃদ্ধস্নেহকলিলহৃদয়াসীদ্ যথা পুরা ॥ ৪৪ ॥

সদ্যঃ—এই সমস্ত দার্শনিক বিচারের পর, মা যশোদা পূর্ণরূপে ভগবানের শরণাগত হয়েছিলেন; **নষ্ট-স্মৃতিঃ**—কৃষ্ণের মুখে বিশ্বরূপ দর্শন করার ব্যাপার বিস্মৃত হয়ে; **গোপী**—মা যশোদা; **সা**—তিনি; **আরোপ্য**—বসিয়ে; **আরোহম্**—তাঁর কোলে; **আত্মজম্**—তাঁর পুত্রকে; **প্রবৃদ্ধ**—অত্যন্ত; **স্নেহ**—স্নেহের দ্বারা; **কলিল**—প্রভাবিত; **হৃদয়া**—হৃদয়; **আসীৎ**—অবস্থিত হয়েছিলেন; **যথা পুরা**—পূর্বের মতো।

অনুবাদ

তৎক্ষণাৎ যোগমায়ার প্রভাবে কৃষ্ণের মুখে বিশ্বরূপ দর্শন করার ব্যাপার বিস্মৃত হয়ে, মা যশোদা পূর্বের মতো তাঁর পুত্রটিকে কোলে তুলে নিয়েছিলেন। তখন তাঁর সেই চিন্ময় পুত্রটির প্রতি তাঁর স্নেহ অত্যন্ত বর্ধিত হয়েছিল।

তাৎপর্য

মা যশোদা কৃষ্ণের মুখে বিশ্বরূপ দর্শন যোগমায়ার প্রভাবজনিত স্বপ্ন বলে মনে করেছিলেন। মানুষ যেমন স্বপ্নের পর সব কিছু ভুলে যায়, মা যশোদা তেমন সমস্ত ঘটনাটি ভুলে গিয়েছিলেন। তাঁর স্বাভাবিক স্নেহ বর্ধিত হওয়ায় তিনি মনে মনে স্থির করেছিলেন, "এই ঘটনাটি মনে রাখার কোন কারণ নেই। এর জন্য আমি কিছু মনে করি না। এটি আমার পুত্র। আমি এর মুখ চুম্বন করি।"

শ্লোক ৪৫

ত্রয্যা চোপনিষদ্ভিশ্চ সাংখ্যযোগৈশ্চ সাত্বতৈঃ ।
উপগীয়মানমাহাত্ম্যং হরিং সামন্যতাত্মজম্ ॥ ৪৫ ॥

ত্রয্যা—তিন বেদ (সাম, যজুঃ এবং অথর্ব) অধ্যয়নের দ্বারা; **চ**—ও; **উপনিষদ্ভিঃ চ**—এবং উপনিষদ্ অধ্যয়নের দ্বারা; **সাংখ্য-যোগৈঃ**—সাংখ্যযোগ বিষয়ক শাস্ত্র অধ্যয়নের দ্বারা; **চ**—এবং; **সাত্বতৈঃ**—মহান ঋষি এবং ভক্তদের দ্বারা, অথবা *বৈষ্ণবতন্ত্র, পঞ্চরাত্র* অধ্যয়নের দ্বারা; **উপগীয়মান-মাহাত্ম্যম্**—যাঁর মহিমা (সমস্ত বৈদিক শাস্ত্রে দ্বারা) পূজিত হয়; **হরিম্**—ভগবানকে; **সা**—তিনি; **অমন্যত**—বিচার করেছিলেন; **আত্মজম্**—তাঁর পুত্ররূপে।

অনুবাদ

ভগবানের মহিমা বেদত্রয়, উপনিষদ্, সাংখ্যযোগ এবং অন্যান্য বৈষ্ণব শাস্ত্রে কীর্তিত হয়, তবুও মা যশোদা সেই ভগবানকে তাঁর শিশুপুত্র বলে মনে করেছিলেন।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতায় (১৫/১৫) ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন যে, *বেদ* অধ্যয়নের উদ্দেশ্য হচ্ছে তাঁকে জানা (*বেদৈশ্চ সর্বৈরহমেব বেদ্যঃ*)। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সনাতন গোস্বামীকে বলেছেন যে, *বেদের* তিনটি উদ্দেশ্য। শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক অবগত হওয়া (*সম্বন্ধ*), সেই সম্পর্ক অনুসারে আচরণ করা (*অভিধেয়*), এবং জীবনের চরম উদ্দেশ্য সাধন করা (*প্রয়োজন*)। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু *প্রয়োজন* শব্দটির বিশ্লেষণ করে বলেছেন পরম পুরুষার্থ। *প্রেমা পুমর্থো মহান্*—মানব জীবনের চরম প্রয়োজন হচ্ছে কৃষ্ণপ্রেম লাভ করা। এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, মা যশোদা সেই পরম প্রয়োজন প্রাপ্ত হয়েছিলেন, কারণ তিনি সর্বতোভাবে কৃষ্ণপ্রেমে মগ্ন ছিলেন।

প্রথমে কর্মকাণ্ড, জ্ঞানকাণ্ড এবং উপাসনা কাণ্ড—এই তিনটি পন্থার *(ত্রয়ী)* দ্বারা বেদের উদ্দেশ্য অনুসরণ করা হয়। মানুষ যখন উপাসনা কাণ্ডের সিদ্ধ অবস্থা প্রাপ্ত হন, তখন তিনি নারায়ণ বা বিষ্ণুর আরাধনা করেন। পার্বতী যখন মহাদেবকে উপাসনার সর্বশ্রেষ্ঠ পন্থা সম্বন্ধে প্রশ্ন করেছিলেন, তখন মহাদেব বলেছিলেন,

আরাধনানাং সর্বেষাং বিষ্ণোরারাধনং পরম্। বিষ্ণু-উপাসনা বা বিষ্ণুর আরাধনা হচ্ছে সিদ্ধির সর্বোচ্চ অবস্থা, যা দেবকী উপলব্ধি করেছিলেন। কিন্তু এখানে মা যশোদা কোন উপাসনার অনুষ্ঠান করছেন না, কারণ তিনি চিন্ময় কৃষ্ণপ্রেম লাভ করেছেন। তাই তাঁর স্থিতি দেবকীর থেকে শ্রেষ্ঠ। সেই কথা বোঝাবার জন্য শ্রীল ব্যাসদেব এই শ্লোকে লিখেছেন—*ত্রয্যা চোপনিষদ্ভিঃ* ইত্যাদি।

কেউ যখন বিদ্যা বা জ্ঞান লাভের জন্য *বেদ* অধ্যয়ন করেন, তখন তিনি মানব-সভ্যতায় অংশগ্রহণ করতে শুরু করেন। তারপর তিনি পরমতত্ত্বের নির্বিশেষ উপলব্ধি বা ব্রহ্মজ্ঞান লাভের জন্য *উপনিষদ* অধ্যয়ন করেন, এবং তারপর আরও উন্নত হয়ে তিনি *ভগবদ্গীতায়* যাঁকে *পরং ব্রহ্ম পরং ধাম পবিত্রং পরমং ভবান্ পুরুষং শাশ্বতম্* বলে বর্ণনা করা হয়েছে, সেই পরমেশ্বরকে জানার জন্য *সাংখ্যযোগের* স্তরে উন্নীত হন। কেউ যখন হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন, পরম নিয়ন্তা সেই পুরুষই হচ্ছেন পরমাত্মা, তখন তিনি যোগের পন্থায় নিয়োজিত হন (*ধ্যানাবস্থিততদ্গতেন মনসা পশ্যন্তি যং যোগিন*)। কিন্তু মা যশোদা সেই সমস্ত স্তর অতিক্রম করেছিলেন। তিনি কৃষ্ণকে তাঁর প্রিয় পুত্ররূপে ভালবাসার স্তরে অবস্থিত ছিলেন, এবং তাই তিনি আধ্যাত্মিক উপলব্ধির সর্বোচ্চ স্তর প্রাপ্ত হয়েছিলেন। পরম সত্যকে তিন রূপে উপলব্ধি করা যায় (*ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে*), কিন্তু তিনি এমনই এক চিন্ময় স্তর প্রাপ্ত হয়েছিলেন যে, ব্রহ্ম কি, পরমাত্মা কি অথবা ভগবান কে, তা জানার অপেক্ষা তিনি করেননি। ভগবান স্বয়ং তাঁর প্রিয় পুত্র হবার জন্য অবতীর্ণ হয়েছিলেন। তাই মা যশোদার সৌভাগ্যের কোন তুলনা হয় না, যে কথা ঘোষণা করে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বলেছেন, *রম্যা কাচিদ্ উপাসনা ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা*। পরম সত্য বা পরমেশ্বর ভগবানকে বিভিন্ন স্তরে উপলব্ধি করা যেতে পারে। সেই সম্বন্ধে *ভগবদ্গীতায়* (৪/১১) ভগবান বলেছেন—

যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্ ।
মম বর্ত্মানুবর্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্বশঃ ॥

"যে যেভাবে আমার প্রতি আত্মসমর্পণের দ্বারা প্রপত্তি স্বীকার করে, আমি তাকে সেইভাবেই পুরস্কৃত করি। হে পার্থ, সকলেই সর্বতোভাবে আমার পথের অনুসরণ করে।" কেউ কর্মী, জ্ঞানী, যোগী এবং ভক্ত বা প্রেমী ভক্ত হতে পারেন। কিন্তু উপলব্ধির চরম স্তর হচ্ছে প্রেমভক্তি, যা মা যশোদা প্রদর্শন করেছিলেন।

শ্লোক ৪৬

শ্রীরাজোবাচ

নন্দঃ কিমকরোদ্ ব্রহ্মন্ শ্রেয় এবং মহোদয়ম্ ।
যশোদা চ মহাভাগা পপৌ যস্যাঃ স্তনং হরিঃ ॥ ৪৬ ॥

শ্রী-রাজা উবাচ—মহারাজ পরীক্ষিৎ (শুকদেব গোস্বামীর কাছে) জিজ্ঞাসা করলেন; **নন্দঃ**—নন্দ মহারাজ; **কিম্**—কি; **অকরোৎ**—অনুষ্ঠান করেছিলেন; **ব্রহ্মন্**—হে ব্রাহ্মণ; **শ্রেয়ঃ**—তপস্যা আদি পুণ্যকর্ম; **এবম্**—যা তিনি প্রদর্শন করেছিলেন; **মহা-উদয়ম্**—যার দ্বারা তিনি সর্বোচ্চ সিদ্ধি প্রাপ্ত হয়েছিলেন; **যশোদা**—মা যশোদা; **চ**—ও; **মহা-ভাগা**—পরম ভাগ্যবান; **পপৌ**—পান করেছিলেন; **যস্যাঃ**—যাঁর; **স্তনম্**—স্তনদুগ্ধ; **হরিঃ**—ভগবান।

অনুবাদ

মা যশোদার পরম সৌভাগ্যের কথা শুনে, পরীক্ষিৎ মহারাজ শুকদেব গোস্বামীকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন—হে ব্রহ্মন্, ভগবান যাঁর স্তন্য পান করেছিলেন, সেই যশোদাদেবী এবং নন্দ মহারাজ পূর্বে এমন কি তপস্যা করেছিলেন, যার ফলে তাঁরা এই প্রেমময়ী সিদ্ধি প্রাপ্ত হয়েছিলেন?

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতায় (৭/১৬) উল্লেখ করা হয়েছে, *চতুর্বিধা ভজন্তে মাং জনাঃ সুকৃতিনোঽর্জুন*। *সুকৃতি* বা পুণ্যকর্ম ব্যতীত কেউই ভগবানের শরণাগত হতে পারে না। চার প্রকার পুণ্যাত্মা ভগবানের শরণাগত হন *(আর্তো জিজ্ঞাসুরর্থার্থী জ্ঞানী চ)*, কিন্তু এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, নন্দ মহারাজ এবং যশোদাদেবী সেই সমস্ত স্তরের ঊর্ধ্বে ছিলেন। তাই পরীক্ষিৎ মহারাজ স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন করেছেন, "তাঁরা তাঁদের পূর্ব জন্মে কি পুণ্যকর্ম অনুষ্ঠান করেছিলেন, যার ফলে তাঁরা এই সিদ্ধিলাভ করেছিলেন?" ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যদিও নন্দ মহারাজ এবং যশোদাদেবীকে তাঁর পিতা এবং মাতারূপে গ্রহণ করেছিলেন, তবুও মা যশোদা শ্রীকৃষ্ণের পিতা নন্দ মহারাজের থেকেও অধিক সৌভাগ্যশালিনী ছিলেন, কারণ নন্দ মহারাজ কখনও কখনও শ্রীকৃষ্ণ থেকে বিচ্ছিন্ন ছিলেন, কিন্তু কৃষ্ণের মা যশোদাদেবী সর্বদাই শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে ছিলেন। কৃষ্ণের শৈশব থেকে বাল্যকাল পর্যন্ত এবং বাল্যকাল থেকে যৌবন পর্যন্ত মা যশোদা সর্বদাই তাঁর সঙ্গে ছিলেন। এমন কি কৃষ্ণ বড়

হয়ে যাওয়ার পরও তিনি বৃন্দাবনে মা যশোদার কোলে গিয়ে বসতেন। তাই মা যশোদার সৌভাগ্যের কথা তুলনা হয় না, এবং পরীক্ষিৎ মহারাজ স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন করেছেন, *যশোদা চ মহাভাগা।*

শ্লোক ৪৭

পিতরৌ নাস্ববিন্দেতাং কৃষ্ণোদারার্ভকেহিতম্ ।
গায়ন্ত্যদ্যাপি কবয়ো যল্লোকশমলাপহম্ ॥ ৪৭ ॥

পিতরৌ—শ্রীকৃষ্ণের প্রকৃত পিতা এবং মাতা; **ন**—না; **অন্ব-বিন্দেতাম্**—উপভোগ করেছিলেন; **কৃষ্ণ**—শ্রীকৃষ্ণের; **উদার**—উদার; **অর্ভক-ঈহিতম্**—তাঁর বাল্যলীলা; **গায়ন্তি**—কীর্তন করেন; **অদ্য অপি**—আজও; **কবয়ঃ**—মহান মুনি এবং ঋষিগণ; **যৎ**—যা; **লোক-শমল-অপহম্**—যা শ্রবণ করার ফলে সমস্ত জড় কলুষ দূর হয়ে যায়।

অনুবাদ

শ্রীকৃষ্ণ যদিও বসুদেব এবং দেবকীর প্রতি এতই প্রসন্ন ছিলেন যে, তিনি তাঁদের পুত্ররূপে অবতীর্ণ হয়েছিলেন, তবুও তাঁরা শ্রীকৃষ্ণের উদার বাল্যলীলা উপভোগ করতে পারেননি, যা এতই মহান যে, কেবল তা কীর্তন করার ফলে জড় জগতের সমস্ত কলুষ দূর হয়ে যায়। নন্দ মহারাজ এবং মা যশোদা কিন্তু পূর্ণরূপে সেই সমস্ত লীলা উপভোগ করেছিলেন, এবং তাই তাঁদের স্থিতি বসুদেব এবং দেবকী থেকে শ্রেষ্ঠ।

তাৎপর্য

শ্রীকৃষ্ণ প্রকৃতপক্ষে দেবকীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু তাঁর জন্মের পরেই তিনি নন্দ মহারাজের গৃহে স্থানান্তরিত হয়েছিলেন। দেবকী শ্রীকৃষ্ণকে তাঁর স্তন্য পর্যন্ত পান করাতে পারেননি। কিন্তু মা যশোদা এবং নন্দ মহারাজের এমনই সৌভাগ্য যে, তাঁরা শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা পূর্ণরূপে উপভোগ করেছিলেন, যাঁর মহিমা সমস্ত মুনি-ঋষিরা আজও কীর্তন করেন। তাঁরা পূর্ব জন্মে কি পুণ্যকর্ম করেছিলেন, যার ফলে তাঁরা এই অতি উচ্চ পদ প্রাপ্ত হয়েছিলেন?

শ্লোক ৪৮

শ্রীশুক উবাচ

দ্রোণো বসূনাং প্রবরো ধরয়া ভার্যয়া সহ ।
করিষ্যমাণ আদেশান্ ব্রহ্মণস্তমুবাচ হ ॥ ৪৮ ॥

শ্রী-শুকঃ উবাচ—শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন; **দ্রোণঃ**—দ্রোণ নামক; **বসূনাম্**—অষ্ট বসুদের; **প্রবরঃ**—সর্বশ্রেষ্ঠ; **ধরয়া**—ধরাসহ; **ভার্যয়া**—তাঁর পত্নী; **সহ**—সহ; **করিষ্যমাণঃ**—সম্পাদন করার জন্য; **আদেশান্**—আদেশ; **ব্রহ্মণঃ**—ব্রহ্মার; **তম্**—তাঁকে; **উবাচ**—বলেছিলেন; **হ**—অতীতে।

অনুবাদ

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—বসুশ্রেষ্ঠ দ্রোণ তাঁর পত্নী ধরাসহ যখন ব্রহ্মার আদেশ পালন করছিলেন, তখন তিনি ব্রহ্মাকে এই কথাগুলি বলেছিলেন।

তাৎপর্য

ব্রহ্মসংহিতায় (৫/৩৭) উল্লেখ করা হয়েছে—

আনন্দচিন্ময়রসপ্রতিভাবিতাভি-
স্তাভির্য এব নিজরূপতয়া কলাভিঃ ।
গোলোক এব নিবসত্যখিলাত্মভূতো
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥

শ্রীকৃষ্ণ যখন অবতরণ করেন, তখন তিনি তাঁর পার্ষদগণ সহ অবতীর্ণ হন। তাঁর এই সমস্ত পার্ষদেরা সাধারণ জীব নন। শ্রীকৃষ্ণের লীলা নিত্য এবং তিনি যখন অবতরণ করেন, তখন তিনি তাঁর পার্ষদগণ সহ আসেন। তাই নন্দ মহারাজ এবং মা যশোদা কৃষ্ণের নিত্য পিতা এবং মাতা। অর্থাৎ, কৃষ্ণ যখনই অবতরণ করেন, তখন নন্দ মহারাজ ও মা যশোদা এবং বসুদেব ও দেবকীও তাঁর পিতা-মাতা রূপে অবতীর্ণ হন। তাঁরা শ্রীকৃষ্ণের শরীরের অংশ; তাঁরা কোন সাধারণ জীব নন। মহারাজ পরীক্ষিৎ সেই কথা জানতেন, কিন্তু তিনি শুকদেব গোস্বামীর কাছ থেকে জানতে চেয়েছিলেন, সাধারণ মানুষের পক্ষে সাধনসিদ্ধির দ্বারা সেই স্তর প্রাপ্ত হওয়া সম্ভব কি না। সিদ্ধ অবস্থা দুই প্রকার—নিত্যসিদ্ধ এবং সাধনসিদ্ধ। নিত্যসিদ্ধ হচ্ছেন তিনি যিনি শ্রীকৃষ্ণের নিত্য পার্ষদ—শ্রীকৃষ্ণের শরীরের বিস্তার। কিন্তু সাধনসিদ্ধ সাধারণ জীব, যাঁরা পুণ্যকর্ম অনুষ্ঠানের দ্বারা এবং ভগবদ্ভক্তি

অনুশীলনের দ্বারা সেই সিদ্ধ অবস্থা প্রাপ্ত হয়েছেন। তাই মহারাজ পরীক্ষিৎ প্রশ্ন করেছিলেন, সাধারণ মানুষের পক্ষে মা যশোদা এবং নন্দ মহারাজের পদ লাভ করা সম্ভব কি না। শ্রীল শুকদেব গোস্বামী সেই প্রশ্নের উত্তর পরবর্তী শ্লোকে প্রদান করেছেন।

শ্লোক ৪৯

জাতয়োর্নৌ মহাদেবে ভুবি বিশ্বেশ্বরে হরৌ ।
ভক্তিঃ স্যাৎ পরমা লোকে যয়াঞ্জো দুর্গতিং তরেৎ ॥ ৪৯ ॥

জাতয়োঃ—আমরা দুজন জন্মগ্রহণ করলে; **নৌ**—পতি এবং পত্নী, দ্রোণ এবং ধরা; **মহাদেবে**—পরমপুরুষ ভগবানের প্রতি; **ভুবি**—পৃথিবীতে; **বিশ্ব-ঈশ্বরে**—সমগ্র বিশ্বের ঈশ্বরের প্রতি; **হরৌ**—ভগবানের প্রতি; **ভক্তিঃ**—ভক্তি; **স্যাৎ**—লাভ হয়; **পরমা**—জীবনের পরম লক্ষ্য; **লোকে**—পৃথিবীতে; **যয়া**—যার দ্বারা; **অঞ্জঃ**—অনায়াসে; **দুর্গতিম্**—দুঃখময় জীবন; **তরেৎ**—উত্তীর্ণ হতে পারে।

অনুবাদ

দ্রোণ এবং ধরা বলেছিলেন—দয়া করে আমাদের পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করার অনুমতি দিন, যাতে পরমপুরুষ বিশ্বেশ্বর ভগবানের প্রতি যেন আমাদের পরমা ভক্তি লাভ হয়, যে ভক্তির বলে জীব জড় জগতের সমস্ত দুঃখ-দুর্দশা থেকে উদ্ধার লাভ করতে পারে।

তাৎপর্য

দ্রোণ এবং ধরার এই উক্তিটি স্পষ্টভাবে ইঙ্গিত করে যে, তাঁরা হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণের নিত্য পিতা-মাতা। যখনই শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবের প্রয়োজন হয়, তখন দ্রোণ এবং ধরা প্রথমে অবতীর্ণ হন এবং তারপর কৃষ্ণ অবতরণ করেন। শ্রীকৃষ্ণ *ভগবদ্গীতায়* বলেছেন যে, তাঁর জন্ম সাধারণ নয় (*জন্ম কর্ম চ মে দিব্যম্*)।

অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা ভূতানামীশ্বরোঽপি সন্ ।
প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া ॥

"যদিও আমি জন্মরহিত এবং আমার চিন্ময় দেহ অব্যয়, এবং যদিও আমি সর্বভূতের ঈশ্বর, তবুও আমার অন্তরঙ্গা শক্তিকে আশ্রয় করে আমি স্বীয় মায়ার দ্বারা আমার আদি চিন্ময় রূপে যুগে যুগে অবতীর্ণ হই।" (*ভগবদ্গীতা* ৪/৬) শ্রীকৃষ্ণের

অবতরণের পূর্বে দ্রোণ এবং ধরা তাঁর পিতা এবং মাতা হওয়ার জন্য আবির্ভূত হয়েছিলেন। তাঁরাই হচ্ছেন নন্দ মহারাজ এবং মা যশোদা। পক্ষান্তরে বলা যায় যে, সাধনসিদ্ধ জীবের পক্ষে শ্রীকৃষ্ণের পিতা অথবা মাতা হওয়া সম্ভব নয়, কারণ শ্রীকৃষ্ণের পিতা-মাতা পূর্ব থেকেই নির্দিষ্ট হয়ে আছে। কিন্তু নন্দ মহারাজ, মা যশোদা এবং তাঁদের পার্ষদ বৃন্দাবনবাসীদের ভক্তিভাব অনুসরণ করার ফলে, সাধারণ জীবেরা নন্দ মহারাজ এবং মা যশোদার মতো বাৎসল্য স্নেহ লাভ করতে পারেন।

দ্রোণ এবং ধরাকে যখন সন্তান উৎপাদনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল, তখন তাঁরা স্থির করেছিলেন যে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে তাঁদের পুত্ররূপে লাভ করার জন্য তাঁরা এই পৃথিবীতে আসবেন। শ্রীকৃষ্ণের অবতরণের উদ্দেশ্য হচ্ছে, *পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্*—ভক্তদের রক্ষা করা এবং দুষ্কৃতকারীদের বিনাশ করা। শ্রীকৃষ্ণ যখনই আসেন, তখন তিনি জীবনের পরম লক্ষ্য ভগবদ্ভক্তি বিতরণ করেন। সেই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তিনি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুরূপে অবতরণ করেছেন, কারণ ভগবদ্ভক্তি লাভ না করলে, জীবন-সংগ্রামে লিপ্ত বদ্ধ জীবেরা দুঃখ-দুর্দশাপূর্ণ জড় জগৎ (*দুঃখালয়মশাশ্বতম্*) থেকে মুক্ত হতে পারে না। *ভগবদ্গীতায়* (১৫/৭) ভগবান বলেছেন—

মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ ।
মনঃষষ্ঠানীন্দ্রিয়াণি প্রকৃতিস্থানি কর্ষতি ॥

"এই জড় জগতে বদ্ধ জীবসমূহ আমার সনাতন বিভিন্ন অংশ। জড়া প্রকৃতির বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার ফলে, তারা মনসহ ছটি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা প্রকৃতিরূপ ক্ষেত্রে কঠোর সংগ্রাম করছে।" সমস্ত জীবেরা সুখী হওয়ার জন্য সংগ্রাম করছে, কিন্তু ভগবদ্ভক্তির পন্থা অবলম্বন না করলে সেই সুখ লাভ করা সম্ভব নয়। শ্রীকৃষ্ণ স্পষ্টভাবে বলেছেন—

অশ্রদ্দধানাঃ পুরুষা ধর্মস্যাস্য পরন্তপ ।
অপ্রাপ্য মাং নিবর্তন্তে মৃত্যুসংসারবর্ত্মনি ॥

"হে পরন্তপ, যে সমস্ত জীবের শ্রদ্ধা উদিত হয়নি, তারা এই পরম ধর্মরূপ ভগবদ্ভক্তি লাভ করতে অসমর্থ হয়ে, এই জড় জগতে জন্ম-মৃত্যুর আবর্তে পতিত হয়।" (*ভগবদ্গীতা* ৯/৩)

মূর্খ মানুষেরা জানে না যে, শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ পালন না করা হলে এই জড়-জাগতিক জীবন কত ভয়ঙ্কর। তাই কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন শুরু করা হয়েছে, যাতে মানুষ কৃষ্ণভক্তির অনুশীলন করে এই জড় জগতের ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি থেকে

উদ্ধার লাভ করতে পারে। কৃষ্ণভক্তি গ্রহণ করা অথবা না করার কোন প্রশ্ন ওঠে না। সেটি বাধ্যতামূলক; এই বিষয়ে আমাদের ইচ্ছার কোন অবকাশ নেই। আমরা যদি কৃষ্ণভক্তির পন্থা অবলম্বন না করি, তা হলে আমাদের জীবন অত্যন্ত বিপজ্জনক। সব কিছুই *ভগবদ্গীতায়* বিশ্লেষণ করা হয়েছে। তাই জড় জগতের দুঃখ-দুর্দশা থেকে কিভাবে মুক্ত হওয়া যায় তা শিক্ষা লাভ করার জন্য *ভগবদ্গীতা যথাযথ* হচ্ছে প্রাথমিক পাঠ। তারপর, *ভগবদ্গীতার* তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করলে, তখন *শ্রীমদ্ভাগবত* পাঠ করা যেতে পারে, এবং আধ্যাত্মিক মার্গে যদি আরও উন্নতি লাভ হয়, তখন *শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত* পাঠ করা যেতে পারে। আমরা তাই এই সমস্ত অমূল্য গ্রন্থাবলী সারা জগতের কাছে প্রদান করছি, যাতে মানুষেরা সেগুলি অধ্যয়ন করতে পারে এবং জড় জগতের দুঃখ-দুর্দশাময় পরিস্থিতি থেকে উদ্ধার লাভ করে সুখী হতে পারে।

শ্লোক ৫০

অস্ত্বিত্যুক্তঃ স ভগবান্ ব্রজে দ্রোণো মহাযশাঃ ।
যজ্ঞে নন্দ ইতি খ্যাতো যশোদা সা ধরাভবৎ ॥ ৫০ ॥

অস্তু—ব্রহ্মা যখন সম্মত হয়ে বলেছিলেন, "তথাস্তু"; **ইতি উক্তঃ**—এইভাবে তাঁর আদেশ পেয়ে; **সঃ**—তিনি (দ্রোণ); **ভগবান্**—শ্রীকৃষ্ণের নিত্য পিতা (ভগবানের পিতাও ভগবান); **ব্রজে**—ব্রজভূমি বৃন্দাবনে; **দ্রোণঃ**—বসুশ্রেষ্ঠ দ্রোণ; **মহা-যশাঃ**—অত্যন্ত বিখ্যাত অধ্যাত্মবাদী; **যজ্ঞে**—আবির্ভূত হয়েছিলেন; **নন্দঃ**—নন্দ মহারাজরূপে; **ইতি**—এইভাবে; **খ্যাতঃ**—বিখ্যাত; **যশোদা**—মা যশোদারূপে; **সা**—তিনি; **ধরা**—সেই ধরা; **অভবৎ**—আবির্ভূত হয়েছিলেন।

অনুবাদ

ব্রহ্মা যখন বলেছিলেন "তথাস্তু", তখন ভগবানেরই সমতুল্য পরম সৌভাগ্যবান দ্রোণ ব্রজপুর বৃন্দাবনে পরম প্রসিদ্ধ নন্দ মহারাজরূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন, এবং তাঁর পত্নী ধরা মা যশোদারূপে আবির্ভূতা হয়েছিলেন।

তাৎপর্য

যেহেতু শ্রীকৃষ্ণ যখনই এই পৃথিবীতে অবতীর্ণ হন, আপাতদৃষ্টিতে তখন তাঁর পিতা এবং মাতার প্রয়োজন হয়। তাঁর নিত্য পিতা-মাতা দ্রোণ এবং ধরা তাই কৃষ্ণের

আবির্ভাবের পূর্বেই নন্দ মহারাজ এবং যশোদারূপে এই পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়েছিলেন। তাঁদের সুতপা এবং পৃশ্নিগর্ভের মতো শ্রীকৃষ্ণের পিতা এবং মাতা হওয়ার জন্য কঠোর তপস্যা করতে হয়নি। এটিই নিত্যসিদ্ধ এবং সাধনসিদ্ধের মধ্যে পার্থক্য।

শ্লোক ৫১

ততো ভক্তির্ভগবতি পুত্রীভূতে জনার্দনে ।
দম্পত্যোর্নিতরামাসীদ্ গোপগোপীষু ভারত ॥ ৫১ ॥

ততঃ—তারপর; **ভক্তিঃ ভগবতি**—ভগবদ্ভক্তি; **পুত্রী-ভূতে**—মা যশোদার পুত্ররূপে আবির্ভূত ভগবানের প্রতি; **জনার্দনে**—ভগবান শ্রীকৃষ্ণে; **দম্পত্যোঃ**—পতি এবং পত্নীর; **নিতরাম্**—নিরন্তর; **আসীৎ**—ছিল; **গোপ-গোপীষু**—নন্দ মহারাজ এবং যশোদাদেবীর পদাঙ্ক অনুসরণকারী বৃন্দাবনের গোপ-গোপীরা; **ভারত**—হে মহারাজ পরীক্ষিৎ।

অনুবাদ

হে ভরতকুলপ্রবর মহারাজ পরীক্ষিৎ! তারপর ভগবান যখন নন্দ মহারাজ এবং যশোদাদেবীর পুত্ররূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন, তখন তাঁর প্রতি তাঁদের অবিচলিত বাৎসল্য প্রেম নিরন্তর বর্তমান ছিল, এবং তাদের সান্নিধ্যে বৃন্দাবনবাসী সমস্ত গোপ এবং গোপীরাও কৃষ্ণভক্তি লাভ করেছিলেন।

তাৎপর্য

ভগবান যখন প্রতিবেশী গোপ এবং গোপীদের মাখন, দই এবং দুধ চুরি করতেন, তখন যদিও মনে হত যে, তাঁরা যেন তাঁর উপদ্রবে উত্ত্যক্ত হচ্ছেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সেটি ছিল বাৎসল্য রসে ভগবদ্ভক্তির আদান-প্রদান। গোপ এবং গোপীরা ভগবানের সঙ্গে যতই অধিক স্নেহের বিনিময় করতেন, তাঁদের ভক্তি ততই বর্ধিত হত। কখনও কখনও আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে যে, ভগবদ্ভক্তিতে যুক্ত হওয়ার ফলে ভক্তকে দুঃখ-কষ্ট ভোগ করতে হচ্ছে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা নয়। ভক্ত যখন শ্রীকৃষ্ণের জন্য দুঃখ-কষ্ট ভোগ করেন, সেই দুঃখকষ্ট চিন্ময় আনন্দদায়ক। ভক্ত না হলে সেই কথা বোঝা যায় না। শ্রীকৃষ্ণ যখন তাঁর শৈশবলীলা প্রদর্শন করেছিলেন, তখন কেবল নন্দ মহারাজ এবং মা যশোদারই

বাৎসল্য স্নেহ বর্ধিত হয়নি, যাঁরা তাঁদের সান্নিধ্যে ছিলেন, তাঁদেরও ভক্তি বর্ধিত হয়েছিল। অর্থাৎ, যাঁরা ভগবানের বৃন্দাবন-লীলা অনুসরণ করেন, তাঁদেরও ভগবদ্ভক্তির সর্বোচ্চ সিদ্ধি লাভ হবে।

শ্লোক ৫২

কৃষ্ণো ব্রহ্মণ আদেশং সত্যং কর্তুং ব্রজে বিভুঃ ।
সহরামো বসংশ্চক্রে তেষাং প্রীতিং স্বলীলয়া ॥ ৫২ ॥

কৃষ্ণঃ—ভগবান শ্রীকৃষ্ণ; **ব্রহ্মণঃ**—ব্রহ্মার; **আদেশম্**—আদেশ; **সত্যম্**—সত্য; **কর্তুম্**—করার জন্য; **ব্রজে**—ব্রজভূমি বৃন্দাবনে; **বিভুঃ**—পরম শক্তিমান; **সহ-রামঃ**—বলরাম সহ; **বসন্**—বাস করে; **চক্রে**—বর্ধিত করেছিলেন; **তেষাম্**—বৃন্দাবনবাসীদের; **প্রীতিম্**—আনন্দ; **স্ব-লীলয়া**—তাঁর চিন্ময় লীলার দ্বারা।

অনুবাদ

এইভাবে ব্রহ্মার বর সফল করার জন্য কৃষ্ণ বলরাম সহ ব্রজভূমি বৃন্দাবনে বাস করেছিলেন। তাঁর বিবিধ বাল্যলীলা প্রদর্শন করে, তিনি নন্দ মহারাজ এবং অন্যান্য ব্রজবাসীদের আনন্দ বর্ধন করেছিলেন।

ইতি—শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধের 'শ্রীকৃষ্ণের মুখের মধ্যে বিশ্বরূপ প্রদর্শন' নামক অষ্টম অধ্যায়ের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য সমাপ্ত।